Mohilar Namaz

মহিলার নামায



আবদুল হামীদ ফাইযী

মহিলার নামায

প্রণয়নে

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা

নামাযের বই থাকতেও মা-বোনেদের বিপুল আগ্রহের ফলে তাঁদের জন্য পৃথকভাবে এই পুস্তিকার অবতারণা। এতে বিশেষ করে তাঁদের মসলা-মাসায়েলই আলোচিত হয়েছে। যাতে সংক্ষেপে তাঁরা নিজেদের নামায কেমন হবে তা শিখে নিতে পারেন। ইসলামী নব জাগরণের সাথে সাথে দ্বীনী প্রেরণা জেগেছে মহিলাদের ভিতরে। কিছু শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হয়ে পুরুষদের জামাআতে নামায আদায় করার সুযোগ গ্রহণ করছেন অনেকেই অনেক স্থানে। এতে তাঁরা নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ হচেছন, নামায আদায়ে তৃপ্তিবোধ করছেন, একে-অপরের ভুল সংশোধন করার সুযোগ লাভ করছেন, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বীনী সম্পর্ক সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হচেছ এবং বিশেষ করে জুমআর খুতবা শুনে তাঁদের যে দ্বীনী চেতনা বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাঁরা আল্লাহর ওয়াস্তে দাওয়াতের কাজ করেন তাঁরা এই জাগরণ ও চেতনা দেখে বড় আনন্দিত। তাঁরা চান সেই চেতনায় আলো দিতে। বাংলাদেশে তাওহীদ পাবলিকেশন্স এই পুস্তিকা প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে এবং এই কাজের সকল সহায়ককে নেক প্রতিদান দিন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ মাদানী

২/৯/০৭

নামাযের গুরুত্ব

নামায চক্ষুশীতলকারী ইবাদতের এক বাগিচা। যাতে মুসলিম আল্লাহ্‌র ধ্যানে তন্ময় হয়ে তাঁর সান্নিধ্য চায়, তার নিকট আকুল প্রার্থনা জানায়। নামায বিপদের সাহায্য মুমিনের হৃদয়ে প্রদীপ্ত নূর এবং মহাপ্রলয় দিবসে আলোক-বর্তিকা, দলীল ও মুক্তি লাভের সনদ। নামায পাপীর (ছোট পাপ) মোচন করে, অন্তরের ব্যাধি দূর করে, অশ্লীল, নোংরা ও মন্দ কাজ হতে মুসলিমকে বিরত রাখে। এই নামাযের মাঝে ইসলামী ঐক্য এবং সাম্য প্রস্ফুটিত হয়।

নামায ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামায যে ত্যাগ করে সে কাফের, মতান্তরে ফাসেক। কিয়ামতে সর্বাগ্রে যে বিষয়ে মুসলিমকে কৈফিয়ত দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। এ নামায যে পড়ে সে যদি তার যথাসময় অতিবাহিত করে পড়ে, তাহলে মতান্তরে সেও কাফের। যেমন যে ফজরে ইচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে থেকে সূর্য ওঠার পর নামায পড়ে, তার নামাযও গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে।

(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। *(সূরা মাউন ৪-৫ আয়াত)*

এ নামায তার জন্য, যে মুসলিম। যার কালেমা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌'-এর উপর পুর্ণ ঈমান ও আমল আছে। যে জানে আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন স্রষ্টা, বিধায়ক ও বিশ্ব-পরিচালক নেই। তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং নামে-গুণে তিনি অনুপম ইত্যাদি।

যে মানে যে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রসুল ও অনুগত দাস। আর এর সাথে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের যাবতীয় বাণী ও খবরকে বিশ্বাস করে ও সত্য জানে। আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা আদেশ করেন, তাই পালন করে, যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করে এবং যার নির্দেশ করেন না, তাতে নিজের তরফ থেকে অতিরঞ্জন ও বাড়তি করে না। আল্লাহ ছাড়া সমস্ত তাগূতকে অস্বীকার করে এবং নবী ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে আদর্শ ও অনুকরণীয় মনে করে না। এই তো সেই মুসলিম, যে শুদ্ধচিত্ত ও আলোক-প্রাপ্ত।

সুস্থ মস্তিষ্ক সাবালক মুসলিম যখন মহান আল্লাহর মহা উপাসনা নামায আদায় করার ইচছা করে, তখন তার পূর্বে তার জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী হয়। যেমন পবিত্রতা, গোসল, ওযূ ইত্যাদি।

গোসল করার নিয়ম

নাপাকীর গোসল করতে হলে গোসলের নিয়ত করে মুসলিম প্রথমে ৩ বার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। অতঃপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দেহের নাপাকী ধুয়ে ফেলবে। তারপর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধুয়ে নামাযের জন্য ওযু করার মত পূর্ণ ওযু করবে। অবশ্য গোসলের জায়গা পরিস্কার না হলে পা দুটি গোসল শেষে ধুয়ে নেবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভাল করে চুলগুলো ধোবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সারা দেহে ৩ বার পানি ঢেলে ভালরূপে ধুয়ে নেবে।[১]

মহিলাদের গোসলও পুরুষদের অনুরূপ। অবশ্য মহিলার মাথার চুলে বেণী বাঁধা (চুটি গাঁথা) থাকলে তা খোলা জরুরী নয়। তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।[২] নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে না ফেলা পর্যন্ত গোসল হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় গোসল হয়ে যাবে। কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ গোসল হবে না।

---

১ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩৫-৪৩৬ নং)*

২ *(বুখারী, মিশকাত ৪৩৮নং)*

বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও মাসিকের গোসল, অথবা মাসিক ও ঈদ, অথবা বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও জুমুআ বা ঈদের গোসল নিয়ত হলে একবারই যথেষ্ট। পৃথক পৃথক গোসলের দরকার নেই।[৩]

গোসলের পর নামাযের জন্য আর পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোন কাজ না করলে গোসলের ওযুতেই নামায হয়ে যাবে।[৪]

রোগ-জনিত কারণে যদি কারো লাগাতার বীর্য, মযী, স্রাব বা ইস্তি হাযার রক্ত ঝরে তবে তার জন্য গোসল ফরয নয়; প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযুই যথেষ্ট। এই সকল অবস্থায় নামায মাফ নয়।[৫]

প্রকাশ থাকে যে, গোসল, ওযু বা অন্যান্য কর্মের সময় নিয়ত আরবীতে বা নিজ ভাষায় মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।

সতর্কতার বিষয় যে, নাপাকী দূর করার জন্য কেবল গা-ধোয়া বা গা ডুবিয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। পূর্বে ওযু করে যথানিয়মে গোসল করলে তবেই পূর্ণ গোসল হয়। নচেৎ অনেকের মতে কুল্লি না করলে এবং নাকে পানি না নিলে গোসলই শুদ্ধ হবে না।[৬]

ওযু ও তার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

[3] *(ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ৬০পৃঃ দ্রঃ)*

[4] *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৪৫নং)*

[5] *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫৬০-৫৬১ নং)*

[6] *(মুমতে ১/৩০৪)*

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে। আর পা দু'টিকে টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। *(সূরা আল মায়িদাহ ৬)*

সুতরাং বড় নাপাকী না থাকার ফলে গোসলের দরকার না হলেও নামাযের জন্য ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ওযু ফরয। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ ও বলেন, "ওযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না।"[৭]

ওযুর মাহাত্ম্য ও ফযীলত প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহ্বান করা হবে; আর সেই সময় ওযুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পা দীপ্তিময় থাকবে।"[৮]

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, "ওযুর পানি যদ্দূর পৌঁছবে তদ্দূর মু'মিনের অঙ্গে অলঙ্কার (জ্যোতি) শোভাবর্ধক হবে।"[৯]

তিনি আরো বলেন, "মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন ওযুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।"[১০]

---

[7] *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৩০০নং)*

[8] *(বুখারী ১৩৬, মুসলিম ২৪৬নং)*

[9] *(মুসলিম ২৫০নং)*

[10] *(মালেক, মুসলিম ২৪৪নং, তিরমিযী)*

ওযু করার নিয়ম

১। নামাযী প্রথমে মনে মনে ওযুর নিয়ত করবে। কারণ নিয়ত ছাড়া কোন কর্মই শুদ্ধ হয় না।[১১]

২। 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করবে। কারণ শুরুতে তা না বললে ওযু হয় না।[১২]

৩। তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। হাতে ঘড়ি, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি থাকলে তা হিলিয়ে তার তলে পানি পৌঁছাবে। আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করবে। [১৩] এরপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিতে পারে। [১৪] প্রকাশ যে, নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে না ফেলা পর্যন্ত ওযু হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় ওযু-গোসল হয়ে যাবে।

৪। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে ৩ বার কুল্লি করবে।

৫। অতঃপর পানি নিয়ে নাকের গোড়ায় লাগিয়ে টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। এরূপ ৩ বার করবে। অবশ্য রোযা অবস্থায় থাকলে সাবধানে নাকে পানি টানবে, যাতে গলার নিচে পানি না চলে যায়।[১৫]

অবশ্য এক লোটা পানিতেই একই সাথে অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করে বাকি অর্ধেক দিয়ে নাক ঝাড়লেও চলে।[১৬]

৬। অতঃপর মুখমণ্ডল (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে চিবুকের নিচের অংশ পর্যন্ত অঙ্গ) ৩ বার পানি লাগিয়ে দুই হাত দ্বারা ধৌত করবে। [১৭] এক লোটা পানি দাড়ির মাঝে দিয়ে দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুল চালিয়ে তা খেলাল করবে। [১৮] মহিলাদের

11 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১নং)*
12 *(সহীহ আবু দাউদ ৯২নং)*
13 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪০৭নং)*
14 *(বুখারী, মুসলিম ৩৯৪নং)*
15 *(তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ নাসাঈ ৮৯, মিশকাত ৪০৫, ৪১০নং)*
16 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪নং)*
17 *(বুখারী ১৪০নং)*
18 *(আবু দাউদ, মিশকাত ৪০৮নং)*

কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ ওযু হবে না।

৭। অতঃপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাম হাত ৩ বার (প্রত্যেক বারে পুরো হাতে পানি ফিরিয়ে রগড়ে) ধৌত করবে।

৮। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করবে; নতুন পানি দ্বারা দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি করে মাথার সামনের দিক (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (গর্দানের যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত স্পর্শ করে পুনরায় সামনের দিকে নিয়ে এসে শুরুর জায়গা পর্যন্ত পূর্ণ মাথা মাসাহ করবে।[১৯] মাথার ওড়নার ভিতরে হাত প্রবেশ করিয়ে মাসাহ করবে। ওড়না তোলা না গেলে তার উপরেই মাসাহ করা যাবে।[২০]

৯। অতঃপর আর নতুন পানি না নিয়ে ঐ হাতেই দুই কান মাসাহ করবে; শাহাদতের (তর্জনী) দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর দিক এবং দুই বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের পিঠ ও বাহির দিক মাসাহ করবে।[২১]

প্রকাশ যে, গর্দান মাসাহ করা বিধেয় নয়। বরং এটা বিদআত।

১০। অতঃপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা টাখনু পর্যন্ত ৩ বার করে রগড়ে ধোবে। কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করে রগড়ে ধৌত করবে।[২২]

প্রিয় নবী বলেন, "পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু কর, আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল কর আর রোযা না থাকলে নাকে খুব ভালরূপে পানি চড়াও। (তারপর তা ঝেড়ে ফেলে উত্তমরূপে নাক সাফ কর।)[২৩]

১১। এরপর হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর থেকে শরমগাহে ছিটিয়ে দেবে। বিশেষ করে পেশাব করার পর ওযু করলে এই আমল

---

19 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪নং)*
20 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ৩/১৮৯)*
21 *(সহীহ আবু দাউদ ৯৯, ১২৫নং)*
22 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪০৭নং)*
23 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৪০৫-৪০৬ নং)*

অধিকরূপে ব্যবহার্য। যেহেতু পেশাব করে তাহারতের পর দু-এক কাতরা পেশাব বের হওয়ার ওয়াসওয়াসা থাকে। সুতরাং পানি ছিটিয়ে দিলে ঐ ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যায়।[২৪] এই আমল খোদ জিবরাঈল عليه السلام মহানবী ﷺ কে শিক্ষা দিয়েছেন।[২৫]

ওযুর শেষে দুআ

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহ।"

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।[২৬]

তিরমিযীর বর্ণনায় এই দুআর শেষে নিম্নের অংশটিও যুক্ত আছেঃ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ্‌ আলনী মিনাত্‌ তাওয়াবীনা, অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের

---

24 *(সহীহ আবু দাউদ ১৫২-১৫৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৭৪-৩৭৬নং)*

25 *(ইবনে মাজাহ, দারেমী, হাকেম, বাইহাকী, আহমাদ, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৮৪১নং)*

26 *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

দলভুক্ত কর।[২৭] ওযুর শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করলে তা শুভ্র নিবন্ধে লিখে সীল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।"

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি।[২৮]

এ ছাড়া প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ অথবা শেষে 'ইন্না আনযালনা' পাঠ বিদআত।

ওযুর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

ওযুর অঙ্গগুলোকে কমপক্ষে ১ বার করে ধোয়া জরুরী। ২ বার করে ধুলেও চলে। তবে ৩ বার করে ধোয়াই উত্তম। এরই উপরে আল্লাহর রসূল ﷺ তথা সাহাবায়ে কেরামের আমল বেশী। কিন্তু তিনবারের অধিক ধোয়া অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন।[২৯]

ওযুর কোন অঙ্গ ২ বার এবং কোন অঙ্গ ৩ বার ধোয়া দূষণীয় নয়।[৩০]

জোড়া অঙ্গগুলির ডান অঙ্গকে আগে ধোয়া রসূল ﷺ এর নির্দেশ।[৩১] তিনি ওযু, গোসল, মাথা আঁচড়ানো, জুতো পরা প্রভৃতি সকল কাজের সময় ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।[৩২]

---

27 *(মিশকাত ২৮৯নং)*

28 *(ত্বাহাবী, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ২১৮নং, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৫, ৩/৯৪)*

29 *(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪১৭-৪১৮ নং)*

30 *(সহীহ আবু দাউদ ১০৯, সহীহ তিরমিযী ৪৩নং)*

31 *(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪০১নং)*

32 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০০নং)*

ওযুর অঙ্গগুলো -বিশেষ করে হাত ও পা- রগড়ে ধোয়া উত্তম। রসূল ﷺ এর এরূপই আমল ছিল।[৩৩]

অঙ্গসমূহ এমনভাবে ধুতে হবে যাতে কোন সামান্য জায়গাও শুকনো থেকে না যায়। ওযুর অঙ্গে কোন প্রকার পানিরোধক বস্তু (যেমন পেন্দট্, চুন, কুমকুম, অলঙ্কার, ঘড়ি, টিপ ইত্যাদি) থাকলে তা অবশ্যই দূর করে নিতে হবে। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ একদা কতক লোকের শুষ্ক গোড়ালি দেখে বলেছিলেন, "গোড়ালিগুলোর জন্য দোযখে ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়েছে! তোমরা ভালরূপে (সকল অঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে) ধুয়ে ওযু কর।"[৩৪]

এক ব্যক্তি ওযু করার পর মহানবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে দেখলেন, তার দুই পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে ভালরূপে ওযু করে এস।"[৩৫]

এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন নামায পড়ছে, আর তার এক পায়ের পিঠে এক দিরহাম বরাবর স্থান শুষ্ক রয়েছে, যাতে সে পানিই পৌঁছায়নি। তিনি তাকে পুনরায় ওযু করে নতুনভাবে নামায পড়তে আদেশ দিলেন।[৩৬]

ওযু করার সময় নিরবচিছন্নভাবে একটানা অঙ্গগুলোকে একের পর এক ধুতে হবে। মাঝে বিরতি দেওয়া বৈধ নয়। সুতরাং কেউ মাথা বা কান মাসাহ না করে ভুলে পা ধুয়ে ফেললে এবং সত্বর মনে পড়লে, সে মাসাহ করে পুনরায় পা ধোবে। বহু পরে মনে পড়লে পুনরায় নতুন করে ওযু করবে।

কেউ যদি ওযু শুরু করার পর কাপড়ে নাপাকী দেখে এবং তা সাফ করতে করতে পূর্বেকার ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে তাকে পুনঃ ওযু করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযু সম্পর্কিত কোন বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে নিরবচিছন্নতা কেটে যায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। যেমন ওযু করতে করতে হাতে বা ওযুর কোন অঙ্গে পেন্দট্ বা নখ-পালিশ বা চুন ছাড়াতে অথবা পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় কুঁয়ো বা কল থেকে পানি তুলতে কিংবা ট্যাঙ্কের পাইপ খুলতে প্রভৃতি কারণে ওযুতে সামান্য বিরতি

33 *(সহীহ নাসাঈ ৭২, মিশকাত ৪০৭নং)*

34 *(মুসলিম, মিশকাত ৩৯৮নং)*

35 *(সহীহ আবু দাউদ ১৫৮নং)*

36 *(সহীহ আবু দাউদ ১৬১ নং)*

এসে পূর্বেকার ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে শুরু করে ওযু করতে হবে না। যে অঙ্গ ধোয়া হয়েছিল তার পর থেকেই বাকী অঙ্গসমূহ ধুয়ে ওযু শেষ করা যাবে।[৩৭]

ওযু করার সময় বাঁধানো দাঁত খোলা বা খেলাল করে দাঁতের ফাঁক থেকে লেগে থাকা খাদ্যাংশ বের করা জরুরী নয়।[৩৮]

একই পাত্র হতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে অথবা স্ত্রী আগে ও স্বামী পরে অথবা তার বিপরীতভাবে ওযু-গোসল করায় কোন ক্ষতি বা বাধা নেই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তথা সাহাবাগণ এরূপ আমল করেছেন।[৩৯]

ঠাণ্ডার কারণে গরম পানিতে ওযু-গোসল করায় কোন বাধা নেই। হযরত উমার (رضي الله عنه) এরূপ করতেন।[৪০]

ওযু-গোসলের জন্য পরিমিত পানি ব্যবহার করা কর্তব্য। অধিক পানি খরচ করা অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত; আর তা বৈধ নয়।[৪১] মহানবী (ﷺ) ১ মুদ্দ (কম-বেশী ৬২৫ গ্রাম) পানিতে ওযু এবং ১ সা' থেকে ৫ মুদ্দ (কম-বেশী ২৫০০ থেকে ৩১২৫ গ্রাম) পানিতে গোসল করতেন।[৪২] সুতরাং যাঁরা ট্যাঙ্কের পানিতে ওযু-গোসল করেন, তাঁদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত।

ওযুর ফরয অঙ্গ সম্পূর্ণ কাটা থাকলে তার বাকী অঙ্গ ধুতে বা মাসাহ করতে হয় না। যেমন একটি হাত গোটা বা কনুই পর্যন্ত অথবা একটি পা গোটা বা টাখনু পর্যন্ত কাটা থাকলে বাকী একটি হাত বা পা-ই ওযুর জন্য ধুতে হবে।[৪৩]

ওযুর শেষে পাত্রের অবশিষ্ট পানি থেকে এক আঁজলা দাঁড়িয়ে পান করার কথা হাদীসে রয়েছে।[৪৪]

---

37 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ১/১৫৭)*

38 *(ফাতাওয়া উসাইমীন ১/২৮৩, ফাতাওয়াল মারআহ ১/২১০)*

39 *(বুখারী, ফতহুল বারী ১/৩৫৭-৩৫৮, মুসলিম, মিশকাত ৪৪০নং)*

40 *(বুখারী, ফাতহুল বারী ১/৩৫৭-৩৫৮)*

41 *(আহমাদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪১৮নং)*

42 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩৯নং)*

43 *(আল- ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়্যাহ ১/৩৯০)*

44 *(বুখারী ৫৬১৬, সহীহ তিরমিযী ৪৪-৪৫, সহীহ নাসাঈ ৯৩নং)*

ওযুর শেষে ওযুর পানি অঙ্গ থেকে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা দূষণীয় নয়। মহানবী ﷺ ওযুর পর নিজের জুব্বায় নিজের চেহারা মুছেছেন।[৪৫]

ওযুর পর দুই রাকআত নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাকআত নামায পড়ে তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।"[৪৬]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।"[৪৭]

ওযুর পরে নামায পড়ার ফলেই নবী ﷺ বেহেশ্তে তাঁর আগে আগে হযরত বিলালের জুতোর শব্দ শুনেছিলেন।[৪৮]

প্রিয় নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করতেন। তবে সাহাবাগণ না ভাঙ্গা পর্যন্ত একই ওযুতে কয়েক অক্তের নামায পড়তেন।[৪৯]

অবশ্য মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ এক ওযুতেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েছিলেন।[৫০]

সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা এবং ওযু ভাঙ্গলে সাথে সাথে ওযু করে নেওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমারা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।"[৫১]

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল ﷺ বিলাল (রাঃ)কে ডেকে বললেন, "হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে?

---

45 *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৭৯নং)*

46 *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

47 *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ২২১নং)*

48 *(বুখারী, মুসলিম, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব)*

49 *(আহমাদ, বুখারী ২১৪ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৪২৫নং)*

50 *(মুসলিম ২৭৭, আবু দাউদ ১৭২, ইবনে মাজাহ ৫১০নং)*

51 *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে ওযু করে নিয়েছি।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)"[৫২]

রোগীর পবিত্রতা ও ওযু-গোসল

রোগী হলেও গোসল ওয়াজেব হলে গোসল এবং ওযুর দরকার হলে ওযু করা জরুরী।

ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করায় ক্ষতির আশঙ্কা হলে রোগী গরম পানি ব্যবহার করবে। পানি ব্যবহারে একেবারেই অসমর্থ হলে বা রোগ-বৃদ্ধি অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্বের আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করবে।

রোগী নিজে ওযু বা তায়াম্মুম করতে না পারলে অন্য কেউ করিয়ে দেবে।

ওযুর কোন অঙ্গে ক্ষত থাকলেও তা ধুতে হবে। অবশ্য পানি লাগলে ঘা বেড়ে যাবে এমন আশঙ্কা থাকলে হাত ভিজিয়ে তার উপর বুলিয়ে মাসাহ করবে। মাসাহ করাও ক্ষতিকারক হলে ঐ অঙ্গের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে।

ক্ষতস্থানে পটি বাঁধা বা প্লাস্টার করা থাকলে অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে পটির উপর মাসাহ করবে। মাসাহ করলে আর তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্যও দেহ, লেবাস ও নামায পড়ার স্থানের সর্বপ্রকার পবিত্রতা জরুরী। কিন্তু অপবিত্রতা দূর করতে না পারলে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থাতেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

কোন নামাযকে তার যথা সময় থেকে পিছিয়ে দেওয়া (যেমন ফজরকে যোহরের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা) রোগীর জন্যও বৈধ নয়। যথা সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে অথবা (অক্ষম হলে) না করেই নামাযের যথা সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই নামায অবশ্যই পড়ে নেবে। নচেৎ

---

52 *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ১৯৪নং)*

গোনাহ্গার হবে।[৫৩]

কেবলমাত্র মাথা ধুলে অসুখ হওয়ার বা বাড়ার ভয় হলে বাকী দেহ ধুয়ে মাথায় মাসাহ করবে। অবশ্য এর সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে।[৫৪]

সর্বদা প্রস্রাব ঝরলে অথবা বাতকর্ম হলে অথবা মহিলাদের স্রাব ঝরলে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু জরুরী।[৫৫]

নামাযের সময় হলে যদি কাপড়ে নাপাকী লেগে থাকে, তবে নামাযী তা বদলে লজ্জাস্থান ধুয়ে ওযু করবে। নামাযের সময় যাতে নাপাকী অন্যান্য অঙ্গে বা কাপড়ে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য শরমগাহে বিশেষ কাপড়, স্যানিটারী ন্যাপকিন বা পটি ব্যবহার করবে।

গোসল করলে রোগ-বৃদ্ধি হবে এবং ওযু করলে ক্ষতি হবে না বুঝলে তায়াম্মুম করে ওযু করবে।

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

১। পেশাব ও পায়খানা দ্বার হতে কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর প্রভৃতি) বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায়।[৫৬]

তদনুরূপ দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেট থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।[৫৭]

২। যাতে গোসল ওয়াজেব হয়, তাতে ওযুও নষ্ট হয়।

৩। কোন প্রকারে বেহুশ বা জ্ঞানশূন্য হলে ওযু নষ্ট হয়।

৪। গাঢ়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লে ওযু ভাঙ্গে। আল্লাহর রসূল বলেন, "চোখ হল মলদ্বারের বাঁধন। সুতরাং যে ঘুমিয়ে যায়, সে যেন ওযু করে।"[৫৮]

---

53 *(রাসাইল ফিত্ তাহারাতি অস্ সালাত, ইবনে উসাইমীন ৩৯-৪১পৃঃ)*
54 *(ইবনে বায, আল- ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়্যাহ ১/২১৪)*
55 *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/২৮৭-২৯১ দ্রঃ)*
56 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ১/২২০)*
57 *(ঐ১/২২১)*
58 *(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১৬, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৪১৪৯নং)*

অবশ্য হাল্কা ঘুম বা ঢুল (তন্দ্রা) এলে ওযু ভাঙ্গে না। সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ এর যুগে এশার নামাযের জন্য তাঁর অপেক্ষক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতেন। অতঃপর তিনি এলে তাঁরা নামায পড়তেন, কিন্তু নতুন করে আর ওযু করতেন না।[৫৯]

৫। পেশাব অথবা পায়খানা-দ্বার সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। (কাপড়ের উপর থেকে হাত দিলে নষ্ট হয় না।)[৬০] মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় ও অন্তরালে নিজের শরমগাহ স্পর্শ করে, তার উপর ওযু ওয়াজেব হয়ে যায়।"[৬১]

অবশ্য হাতের কব্জির উপরের অংশ দ্বারা স্পর্শ হলে ওযু ভাঙ্গবে না।[৬২]

৬। উঁটের গোশ্‌ত্‌ (কলিজা, ভুঁড়ি) খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, 'উঁটের গোশ্‌ত্‌ খেলে ওযু করব কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, উঁটের গোশ্‌ত্‌ খেলে ওযু করো।"[৬৩]

তিনি বলেন, "উঁটের গোশ্‌ত্‌ খেলে তোমরা ওযু করো।"[৬৪]

যাতে ওযু নষ্ট হয় না

১। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দেহ স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গে না। কারণ, মহানবী ﷺ রাত্রে নামায পড়তেন, আর মা আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্মুখে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর পায়ে স্পর্শ করে পা সরিয়ে নিতে বলতেন। এতে তিনি নিজের পা দু'টিকে গুটিয়ে নিতেন।[৬৫]

তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে চুম্বন দিতেন। তারপর ওযু না করে

---

59 *(মুসলিম ৩৭৬ নং, আবূ দাউদ ১৯৯ন-২০১ ং)*

60 *(সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৬৫৫৪, ৬৫৫৫নং)*

61 *(সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৩৬২, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১২৩৫ নং)*

62 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ১/২২৯)*

63 *(মুসলিম ৩৬০নং)*

64 *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৩০০৬ নং)*

65 *(বুখারী ৫১৩, মুসলিম ৫১২নং)*

নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন।[৬৬]

অবশ্য স্পর্শ বা চুম্বনে মযী বের হলে তা ধুয়ে ওযু জরুরী।[৬৭]

২। হো-হো করে হাসলে; এ প্রসঙ্গের হাদীসটি দলীলের যোগ্য নয়। তাই হাসলে ওযু ভাঙ্গে না।[৬৮]

৩। বমি করলে; একদা নবী ﷺ বমি করলে রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর তিনি ওযু করলেন[৬৯] এই হাদীসে তাঁর কর্মের পরস্পর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বমি করলেন বলে ওযু ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই তিনি ওযু করেছিলেন -তা প্রমাণ হয় না।[৭০]

৪। গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলালে; গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো কাবীরা গোনাহ। কিয়ামতে আল্লাহু সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি তার পরনের কাপড় পায়ের গাঁটের নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে।[৭১] কিন্তু এর ফলে ওযু ভাঙ্গে না। এক ব্যক্তি ঐরূপ কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে মহানবী ﷺ তাকে পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন বলে যে হাদীস আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ এবং দলীলের যোগ্য নয়।[৭২]

আর মহিলাদেরকে তো গাঁটের নিচে ঝুলিয়েই কাপড় পরতে হয়।

৫। নাক থেকে রক্ত পড়লে; এতে ওযু নষ্ট হয় বলে হাদীস ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ।[৭৩]

৬। দেহের কোন অঙ্গ কেটে রক্ত পড়লে, দাঁত থেকে রক্ত ঝরলে, তীরবিদ্ধ হয়ে রক্ত পড়লে; যা-তুর রিকা' যুদ্ধে নবী ﷺ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হলেও সে রুকূ সিজদা করে নামায সম্পন্ন করেছিল। হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, মুসলিমরা এ যাবৎ তাদের রক্তাক্ত ক্ষত নিয়েই নামায পড়ে আসছে। হযরত ইবনে উমার

---

66 *(আবু দাউদ ১৭৮-১৭৯ নং, আহমাদ ৬/২১০, দিঃ ৮৬, নাসাঈ ১৭০, ইবনে মাজাহ ৫০২নং, দারাকুতনী ১/১৩৮, বাইহাকী ১/১২৫)*

67 *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন১/২৮৫-২৮৬)*

68 *(ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১/৫০-৫১, বুখারী, ফাতহুল বারী ১/৩৩৬)*

69 *(আহমাদ ৬/৪৪৯, তিরমিযী)*

70 *(ইরওয়াউল গালীল ১/১৪৮, আল মারআতুল মুসলিমাহ ১/২২৪-২২৫)*

71 *(বুখারী ৫৭৮৪, মুসলিম ২০৮৫নং)*

72 *(যয়ীফ আবু দাউদ ১২৪, ৮৮৪নং)*

73 *(যঈফ ইবনে মাজাহ ২৫২, যঃজাঃ ৫৪২৬নং)*

একটি ফুসকুরি গেলে দিলে তা থেকে রক্ত বের হল। কিন্তু তিনি ওযু করলেন না। ইবনে আবী আওফা রক্তমাখা থুথু ফেললেন। অতঃপর তিনি তাঁর নামায সম্পন্ন করলেন। ইবনে উমার ও হাসান বলেন, কেউ শৃঙ্গ লাগিয়ে বদ-রক্ত বের করলে কেবল ঐ জায়গাটা ধুয়ে নেবে। এ ছাড়া ওযু-গোসল নেই।[৭৪]

পূর্বোক্ত তীরবিদ্ধ লোকটি ছিলেন একজন আনসারী। তাঁর সঙ্গী এক মুহাজেরী তাঁর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! (তিন তিনটে তীর মেরেছে?!) প্রথম তীর মারলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন?' আনসারী বললেন, 'আমি এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা সম্পূর্ণ না করে ছেড়ে দিতে পছন্দ করিনি!'[৭৫]

৭। মুর্দা গোসল দিলে; মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেবে, সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। আর যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে, সে যেন ওযু করে নেয়।"[৭৬] কিন্তু এই নির্দেশটি মুস্তাহাব। অর্থাৎ না করলেও চলে। তবে করা উত্তম। কারণ, গোসলদাতার দেহে নাপাকী লেগে যাওয়ার সন্দেহ থাকে তাই। তাই তো অন্য এক বর্ণনায় আছে; তিনি বলেন, "মুর্দাকে গোসল দিলে তোমাদের জন্য গোসল করা জরুরী নয়। কারণ তোমাদের মুর্দা তো আর নাপাক নয়। অতএব তোমাদের হাত ধুয়ে নেওয়াই যথেষ্ট।"[৭৭]

হযরত উমার (رضي الله عنه) বলেন, 'আমরা মাইয়্যেতকে গোসল দিতাম। তাতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গোসল করে নিত। আবার অনেকে করত না।'[৭৮]

অবশ্য মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার সময় তার শরমগাহে হাত লেগে থাকলে ওযু অবশ্যই নষ্ট হবে। আর জানাযা বহন করাতে ওযু নষ্ট হয় না।[৭৯]

---

74 *(বুখারী ফাতহুল বারী ১/৩৩৬)*

75 *(আবু দাউদ ১৯৮নং)*

76 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ২/২৮০ প্রভৃতি)*

77 *(হাকেম ১/৩৮৬, বাইহাকী ৩/৩৯৮)*

78 *(দারাকুতনী ১৯১নং)*

79 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/৯৬)*

৮। মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম করাতেও ওযু ভাঙ্গে না।[৮০]

৯। ওযু করে মায়েরা যদি তাদের শিশুর পেশাব বা পায়খানা সাফ করে, তবে তা হাতে লাগলেও ওযু ভাঙ্গে না। অবশ্য পায়খানাদ্বার বা পেশাবদ্বার ধোয়ার সময় কোন দ্বারে হাত লাগলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।[৮১]

১০। কোনও নাপাক বস্তু (মানুষ বা পশুর পেশাব, পায়খানা, রক্ত প্রভৃতি)তে হাত বা পা দিলে ওযু ভাঙ্গে না।[৮২]

১১। ওযু করার পর ধূমপান করলে ওযু নষ্ট হয় না। তবে ধূমপান করা অবশ্যই হারাম।[৮৩]

১২। কোলন, কোহল বা স্পিরিট-মিশ্রিত আতর বা সেন্দট্ ব্যবহার করলে ওযুর কোন ক্ষতি হয় না। তবে তা ব্যবহার বৈধ নয়।[৮৪]

১৩। চুল, নখ ইত্যাদি সাফ করলে ওযু ভাঙ্গে না।[৮৫] তদনুরূপ অশ্লীল কথা বললে, হাঁটুর উপর কাপড় উঠে এলে, মহিলার মাথা খোলা গেলে, কাউকে বা নিজেকে উলঙ্গ দেখলে ওযু নষ্ট হয় না।

দুধ পান করলে নামাযের পূর্বে কুল্লি করা মুস্তাহাব।[৮৬]

যে যে কাজের জন্য ওযু জরুরী বা মুস্তাহাব

নামায পড়ার জন্য, কুরআন মাজীদ (মুসহাফ) স্পর্শ করা বা হাতে নেওয়ার জন্য এবং কা'বা শরীফের তওয়াফ করার জন্য ওযু করা জরুরী।

এ ছাড়া কুরআন তেলাঅত, আল্লাহর যিক্র, তেলাঅত ও শুক্রের সিজদা, আযান, সাফা-মারওয়ার সাঈ, বিভিন্ন খোতবা পাঠ ইত্যাদির সময় ওযু করা মুস্তাহাব।

---

80 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২৭/৪০)*

81 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২২/৬২)*

82 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৩৫/৯৬)*

83 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৮/৯২-৯৩)*

84 *(আল- ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়্যাহ ১/২০৩)*

85 *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/২৯২, বুখারী ১/৩৩৬)*

86 *(বুখারী ২১১, মুসলিম ৩৫৮নং)*

মোজার উপর মাসাহ

চামড়া বা কাপড়ের (সুতি বা নাইলনের) মোজার উপর মাসাহ বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবী জারীর (রাঃ) (যিনি ওযুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি) বলেন, 'আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ পেশাব করার পর ওযু করলেন এবং নিজের (চামড়ার) মোজার উপর মাসাহ করলেন।'[৮৭]

মুগীরাহ বিন শো'বাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ওযুর পর (সুতির) মোজা ও জুতোর উপর মাসাহ করেছেন।[৮৮]

এই মাসাহর শর্তাবলী

এই মাসাহর জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে;

১- পা ধুয়ে পূর্ণরূপে ওযু করার পর মোজা পরতে হবে। পূর্বে ওযু না করে মোজা পরে, তারপর তার উপর মাসাহ চলবে না।

সাহাবী মুগীরাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি ওযু করছিলেন। আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলে নিতে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, "ছাড়ো, আমি ও দু'টিকে ওযু অবস্থায় পরেছি।"[৮৯]

২- মোজা দু'টি যেন পবিত্র হয়। অর্থাৎ, তাতে যেন কোন প্রকারের নাপাকী লেগে না থাকে।

৩- এই মাসাহ যেন সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় হয়, যার জন্য কেবল ওযু জরুরী হয়। কারণ, যার জন্য গোসল জরুরী হয়, সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় মোজা খুলে দিয়ে পা ধোওয়া জরুরী।[৯০]

৪- মাসাহ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়।[৯১]

---

87 *(সহীহ মুসলিম ২৭২নং)*

88 *(আবূদাউদ, সুনান ১৫৯, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৩নং)*

89 *(সহীহুল বুখারী ২০৬, সহীহ মুসলিম ২৭৪নং)*

90 *(তিরমিযী, নাসাঈ, সুনান, আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২০নং)*

91 *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন ৩নং)*

মাসাহর সময়কাল

হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফিরের জন্য ৩ দিন এবং গৃহবাসীর জন্য ১ দিন মোজার উপর মাসাহর সময়-সীমা নির্ধারিত করেছেন।[৯২]

এই নির্দিষ্ট সময় শুরু হবে, ওযু করে মোজা পরে ঐ ওযু ভাঙ্গলে তার পরের ওযু করার সময় তার উপর মাসাহ করার পর থেকে। অতএব প্রথম মাসাহ থেকে ২৪ ঘন্টা গৃহবাসীর জন্য এবং ৭২ ঘন্টা মুসাফিরের জন্য মাসাহ করা বৈধ হবে। সুতরাং যদি কেউ মঙ্গলবারের ফজরের নামাযের জন্য ওযু করার সময় মোজা পরে, তারপর ঐ ওযুতে চার অক্ত নামায পড়ে যদি তার ওযু এশার পর ভাঙ্গে এবং বুধবার ফজরের পূর্বে ওযু করার সময় মাসাহ করে, তাহলে সে গৃহবাসী হলে পর দিন বৃহস্পতিবারের ফজর পর্যন্ত ওযু করার সময় মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। অনুরূপ মুসাফির হলে শনিবার ফজর পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে।[৯৩]

এই মাসাহর নিয়ম

দু'টি হাতকে ভিজিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে ডান পায়ের আঙ্গুলের উপর থেকে শুরু করে পায়ের পাতার উপর দিকে বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পায়ের রলার শুরু পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। আর ঐ একই সাথে একই নিয়মে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের পাতার উপর মাসাহ করবে। উভয় কানের মাসাহ যেমন একই সঙ্গে হয়, ঠিক তেমনিই উভয় পায়ের মাসাহ একই সঙ্গে হবে। দুই হাত জুড়ে প্রথমে ডান পা, তারপর বাম পা পৃথক করে মাসাহ করা ঠিক নয়।[৯৪]

পায়ের তেলোতে ধুলো-বালি থাকলেও তার নিচে মাসাহ করা বিধেয় নয়। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'দ্বীনে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক

---

92 *(সহীহ মুসলিম ২৭৬)*

93 *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন, ইবনে উসাইমীন ৮-৯পৃঃ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১/২৩৬)*

94 *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন ১৩নং)*

মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।'[৯৫]

মাসাহ নষ্ট হয় কিসে?

১- মাসাহর নির্দিষ্ট সময়-সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে।

২- গোসল ফরয হলে।

৩- (মাসাহ করার পর) মোজা খুলে ফেললে।

এই মাসাহর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

শীত-গ্রীষ্ম যে কোন সময়ে মোজা পরে থাকলে তার উপর মাসাহ বৈধ। মোজা পরা শীতের জন্যই হতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই।[৯৬]

একেবারে পাতলা (যাতে পা দেখা যায় এমন) মোজা হলে তাতে মাসাহ চলবে না।[৯৭]

উত্তম ও সতর্কতামূলক আমল এই যে, উভয় পা ধোয়া শেষ হলে তবেই মোজা পরা হবে। নচেৎ ডান পা ধুয়ে মোজা পরে নিয়ে তারপর বাম পা ধোয়া ও মোজা পরা উত্তম নয়।[৯৮]

মোজা পরার সময় 'এর উপর মাসাহ করব' বা 'এতদিন মাসাহ করব' এমন কোন নিয়ত শর্ত বা জরুরী নয়।[৯৯]

ওযু করার পরই মোজা পরলে তার উপর মাসাহ করা যায়। তায়াম্মুম করার পর মোজা পরলে (পুনরায় পানি পেলে ও ওযু করলে সেই সময়) মাসাহ করা যায় না। পক্ষান্তরে পানি না পেলে এবং ওযু না করলে যতদিন তায়াম্মুম করবে ততদিন পায়ে মোজা থাকবে। এ সময় মোজার উপর মাসাহ করা বা মোজা খুলে ফেলা জরুরী নয়। যেহেতু তায়াম্মুমের

---

95 *(সুনানু আবূদাঊদ, দারেমী, সুনান, মুসনাদ আহমাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৫নং)*

96 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৩৫)*

97 *(ঐ ১/২৩৪)*

98 *(ঐ ১/২৩৩-২৩৪)*

99 *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন ৬নং)*

সাথে পায়ের কোন সম্পর্ক নেই।[১০০]

যে সফরে নামাযের কসর বৈধ, সেই সফরে ৩ দিন ৩ রাত মাসাহ বৈধ।[১০১] ঘরে থেকে মাসাহ শুরু করার পর সফর করলে মুসাফিরের মত ৭২ ঘন্টাই মাসাহ করতে পারা যাবে। অনুরূপ সফরে মাসাহ শুরু করে ঘরে ফিরে এলে গৃহবাসীর মত কেবল ২৪ ঘন্টাই মাসাহ করা যাবে।[১০২]

মাসাহর নির্ধারিত সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাসাহ করে নামায পড়লে নামায হয় না।[১০৩]

ওযু করার পর মোজা পরে ওযু না ভাঙ্গার পূর্বেই যদি খুলে পুনরায় পরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতেও মাসাহ করা চলবে। কিন্তু একবার মাসাহ করার পর মোজা খুলে ফেললে তারপর পুনরায় (ওযু থাকলেও) পরার পর আর মাসাহ চলবে না। কারণ, যে ওযুতে পা ধোওয়া হয় কেবল সেই ওযুর পরই মোজা পরলে তার উপর মাসাহ করা যাবে।[১০৪]

মোজার উপর মাসাহ করার পর জুতো পরলে বা ডবল মোজা পরলে অথবা ডবল মোজা বা জুতোর উপর মাসাহ করার পর একটি মোজা বা জুতো খুলে ফেললে উভয় অবস্থাতেই মাসাহ বৈধ। তবে মাসাহর সময়কাল ধরতে হবে প্রথম অবস্থা থেকে।[১০৫]

মহিলারাও পুরুষদের মতই মাসাহ করবে।[১০৬]

মোজা নামিয়ে পা চুলকালে বা পাথর আদি বের করলে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায়, তাহলে তার উপর আর মাসাহ বৈধ হবে না। মোজার তলায় হাত ভরলে বা সামান্য পা বের হয়ে গেলে মাসাহতে কোন প্রভাব পড়বে না।[১০৭]

---

100 *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন ৫নং)*

101 *(ঐ ৭নং)*

102 *(ঐ ৮নং)*

103 *(ঐ ১০নং)*

104 *(ঐ ১১নং)*

105 *(ঐ ১২নং)*

106 *(ঐ ১৬নং)*

107 *(ঐ ১৭নং)*

মোজার উপর মাসাহ করার পর মোজা খুলে ফেললে ঐ ওযু নষ্ট হয়ে যায় না। তবে পুনরায় (পা না ধুয়ে ওযু করে) মোজা পরলে তার উপর মাসাহ চলে না।[১০৮]

ওযুর মধ্যে যতটা পা ধোয়া ফরয মোজাতে ততটা পা-ই ঢাকতে হবে; নচেৎ মাসাহ হবে না -এ কথার কোন দলীল নেই। অতএব ফাটা, কাটা ও ছেঁড়া মোজার উপরেও মাসাহ চলবে।[১০৯] তবে যদি অধিকাংশ পা বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

ওযু না করে মোজা পরে তাতে মাসাহ করে ওযু করলে নামায হয় না। যেমন ক্ষতস্থানে মাসাহ ভুলে গিয়ে ওযু করে নামায পড়লেও নামায হয় না।[১১০]

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নির্দেশ খোদ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম কর, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও; তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে মাটি দ্বারা মাসাহ কর---।[১১১]

সরল ও সহজ দ্বীনের নবী ﷺ বলেন, "সকল মানুষ (উম্মতের) উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে;

---

108 *(ঐ ১৭নং)*

109 *(ঐ ৪নং)*

110 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৩২, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৫/২৯৮)*

111 *(সূরা আল-মায়িদাহ ৫/৬)*

আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশতাবর্গের কাতারের মত, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।[১১২]

কোন্ কোন্ অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ?

১। একেবারেই পানি না পাওয়া গেলে অথবা পান করার মত থাকলে এবং ওযু-গোসলের জন্য যথেষ্ট পানি না পাওয়া গেলে।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি লোকেদের নিয়ে নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন দেখলেন একটি লোক একটু সরে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। সে জামাআতে নামাযও পড়েনি। তিনি তাকে বললেন, "কি কারণে তুমি জামাআতে নামায পড়লে না?" লোকটি বলল, 'আমি নাপাকে আছি, আর পানিও নেই।' তিনি বললেন, "পাক মাটি ব্যবহার কর। তোমার জন্য তাই যথেষ্ট।"[১১৩]

তিনি আরো বলেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নেওয়া উচিত। আর এটা অবশ্যই উত্তম।"[১১৪]

অবশ্য আশে-পাশে বা সঙ্গীদের কারো নিকট পানি আছে কি না, তা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যখন একান্ত পানি পাওয়ার কোন আশাই থাকবে না, তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে।

২। অসুস্থ থাকলে অথবা দেহে কোন প্রকার ক্ষত বা ঘা থাকলে এবং পানি ব্যবহারে তা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা হলে।

হযরত জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে

---

112 *(সহীহ মুসরিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৬নং)*

113 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৭নং)*

114 *(সুনানু আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সুনান ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৩০নং)*

অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই।"[১১৫]

৩। পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হলে এবং তাতে ওযু-গোসল করাতে অসুখ হবে বলে দৃঢ় আশঙ্কা হলে, পরন্তু পানি গরম করার সুযোগ বা ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম বৈধ।

হযরত আম্‌র বিন আস (رضي الله عنه) বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ-সফরে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্‌র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।"[১১৬]

একথা শুনে তিনি হাসলেন এবং আর কিছুই বললেন না।[১১৭]

৪। পানি ব্যবহারে ক্ষতি না হলে এবং পানি নিকটবর্তী কোন জায়গায় থাকলেও তা আনতে জান, মাল বা ইজ্জতহানির আশঙ্কা হলে, পানি ব্যবহার করতে গিয়ে সফরের সঙ্গীদের সঙ্গ-ছাড়া হওয়ার ভয় হলে, বন্দী অবস্থায় থাকলে অথবা (কুঁয়ো ইত্যাদি থেকে) পানি তোলার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ। কারণ উক্ত অবস্থাগুলো পানি না পাওয়ার মতই অবস্থা।

৫। পানি কাছে থাকলেও তা ওযুর জন্য ব্যবহার করলে পান করা, রান্না করা ইত্যাদি হবে না আশঙ্কা হলেও তায়াম্মুম বৈধ।[১১৮]

---

115 *(সহীহ আবূদাঊদ, সুনান ৩২৫, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৩১নং)*

116 *(সূরা আন-নিসা ৪/২৯)*

117 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ আবূদাঊদ, সুনান ৩২৩নং, মুসনাদ আহমাদ, হাকেম, মুস্তাদ্‌রাক, দারাকুতনী, ইবনে হিব্বান, সহীহ)*

118 *(মুগনী, ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১/৬১-৬২)*

কিসে তায়াম্মুম হবে?

পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু (যেমন, পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। ধুলাযুক্ত মাটি না পাওয়া গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম বৈধ হবে।[১১৯]

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

শুদ্ধতম হাদীস অনুসারে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের চেটো মাটির উপর মারতে হবে। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাত কব্জি পর্যন্ত এবং শেষে ডান হাত দ্বারা বাম হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।[১২০]

তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

যে যে কারণে ওযু নষ্ট হয়, ঠিক সেই সেই কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তায়াম্মুম হল ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। অসুখের কারণে করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না।[১২১]

তায়াম্মুমের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

খোঁজার পর পানি না পাওয়া গেলে আওয়াল অক্তেই তায়াম্মুম করে নামায পড়া উচিত। শেষ অক্ত পর্যন্ত পানির অপেক্ষা করা বা পানি খোঁজা জরুরী নয়। আওয়াল অক্তে নামায পড়ে শেষ অক্তে পানি পাওয়া গেলেও নামায পুনরায় পড়তে হবে না।[১২২]

---

119 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২১৮)*

120 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৮নং)*

121 *(ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১/৬৩)*

122 *(সিলসিলা সহীহা ৬/২৬৫-২৬৮)*

পানি খোঁজাখুঁজি না করেই তায়াম্মুম করে নামায পড়লে এবং পানি তার আশে-পাশে মজুদ থাকলে নামায বাতিল গণ্য হবে।[১২৩]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু করে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।"[১২৪]

প্রকাশ যে, সুন্নাহ জানার পর ডবল করে নামায বৈধ নয়।[১২৫]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া অবস্থায় পানি পেয়ে যায়, তাকে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় নামায পড়তে হবে।[১২৬]

ওযু ও গোসলের পর যে কাজ করা বৈধ, তায়াম্মুমের পরও সেই কাজ করা বৈধ হয়। যেহেতু তায়াম্মুম ওযু-গোসলের পরিবর্ত।[১২৭]

পানি বা মাটি কিছু না পাওয়া গেলে বিনা ওযু ও তায়াম্মুমেই নামায পড়তে হবে।[১২৮]

ঘরে থাকলেও খোঁজাখুঁজির পর পানি না পাওয়া গেলে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে।[১২৯]

পক্ষান্তরে পানি মজুদ থাকলে নামাযের ওয়াক্ত্ চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলেও ওযু-গোসল করে নামায পড়তে হবে। ঐ সময় তায়াম্মুম করে নামায হবে না।[১৩০]

---

123 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২২০)*

124 *(সুনানু আবূদাঊদ, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৩৩নং)*

125 *(আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৪)*

126 *(ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১/৬৩, আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাই ১/৩৪৩)*

127 *(ঐ)*

128 *(সহীহুল বুখারী ৩৩৬নং)*

129 *(সহীহুল বুখারী, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৫২৫-৫২৬)*

130 *(সহীহুল বুখারী, ফাতহুল বারী ১/২১২)*

একই তায়াম্মুমে কয়েক অঙ্গের নামায পড়া সিদ্ধ।[১৩১] সিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে আসারগুলো শুদ্ধ নয়।

মিসওয়াক (দাঁতন) করার গুরুত্ব

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে এশার নামাযকে দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।"[১৩২]

তিনি আরো বলেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।"[১৩৩]

তাই সাহাবী যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) মসজিদে নামায পড়তে হাজির হতেন, আর তাঁর দাঁতনকে কলমের মত তাঁর কানে গুঁজে রাখতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় তিনি দাঁতন করে পুনরায় কানে গুঁজে নিতেন।[১৩৪]

মুসলিমের প্রকৃতিগত কর্মসমূহের একটি হল, মিসওয়াক করে মুখ সাফ করা।[১৩৫]

বিশেষ করে জুমু'আর দিন গোসল ও দাঁতন করা এবং আতর ব্যবহার করা কর্তব্য।[১৩৬]

মহানবী ﷺ বলেন, "জিবরীল (মুসনাদ আহমাদ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন, যাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।"[১৩৭] অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "---এতে আমার ভয় হয় যে, দাঁতন করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।"[১৩৮]

---

131 *(আলমুমতে', শারহে ফিক্‌হ, ইবনে উষাই ১/৩৪০)*

132 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৭৬নং)*

133 *(হাকেম, মুস্তাদ্‌রাক, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৩১৯ নং)*

134 *(সুনানু আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৯০ নং)*

135 *(সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৭৯নং)*

136 *(আহমাদ, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবূদাঊদ, সহীহুল জামে' ৪১৭৮ নং)*

137 *(সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৫৫৬ নং)*

138 *(সহীহুল জামে' ১৩৭৬ নং)*

বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রথম যে কাজ করতেন, তা হল দাঁতন।[১৩৯] তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই তিনি দাঁতন করে দাঁত মাজতেন।[১৪০] আবার রাত্রের অন্যান্য সময়েও যখন জেগে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করতেন।[১৪১] আর এই জন্যই রাত্রে শোবার সময় শিথানে দাঁতন রেখে নিতেন।[১৪২]

তিনি বলেন, "দাঁতন করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি।[১৪৩]

একদা হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁতন আনতে আদেশ করে বললেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্‌তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্‌তা তার নিকটবর্তী হন; (অথবা বর্ণনাকারী অনুরূপ কিছু বললেন।) পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্‌তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।"[১৪৪]

তিনি বলেন, "মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হল কুরআনের পথ।"[১৪৫]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মিসওয়াক করে আমাকে তা ধুতে দিতেন। কিন্তু ধোয়ার আগে আমি মিসওয়াক করে নিতাম। তারপর তা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।'[১৪৬]

তাঁর নিকট মিসওয়াকের এত গুরুত্ব ছিল যে, তিরোধানের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি হযরত আয়েশার দাঁতে চিবিয়ে নরম করে নিজে দাঁতন করেছেন।[১৪৭]

---

139 *(সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৭৭নং)*
140 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৭৮নং)*
141 *(সহীহুল জামে' ৪৮৫৩ নং)*
142 *(ঐ ৪৮৭২ নং)*
143 *(আহমাদ, দারেমী, সুনান, সুনানু নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ, সহীহুল বুখারী, (বিনা সনদে), মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৮১নং)*
144 *(বায্‌যার, সহীহ তাবারানী ২১০নং)*
145 *(বাযযার, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১২১৩ নং)*
146 *(সুনানু আবূদাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৮৪নং)*
147 *(সহীহুল বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৯৫৯ নং)*

তিনি আরাক (পিলু) গাছের (ডাল বা শিকড়ের) দাঁতন করতেন।[১৪৮]

আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা যায়। তবে এটা সুন্নত কি না বা এতেও ঐ সওয়াব অর্জন হবে কি না, সে ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস মিলে না। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) তালখীসে[১৪৯] এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'এগুলির চেয়ে মুসনাদে আহমাদে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।' কিন্তু সে হাদীসটিরও সনদ যয়ীফ।[১৫০]

নামাযীর লেবাস

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

"হে মানব জাতি! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে লেবাস দিয়েছি। পরন্তু 'তাকওয়া'র লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট।[১৫১]

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।"[১৫২]

শরীয়তের সভ্য-দৃষ্টিতে সাধারণভাবে লেবাসের কতকগুলি শর্ত ও আদব রয়েছে; যা পালন করতে মুসলিম বাধ্য।

---

148 *(আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ১/১০৪)*

149 *(ইরওয়াউল গালীল ১/৭০)*

150 *(মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকের ১৩৫৫ নং)*

151 *(সূরা আল-আ'রাফ ৭/২৬)*

152 *(সূরা আল-আ'রাফ ৭/৩১)*

মহিলাদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১। লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোন বেগানা (যার সাথে কোনও সময়ে বিবাহ বৈধ এমন) পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে।"[১৫৩]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾

"হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়---।"[১৫৪]

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা উড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!'[১৫৫]

আল্লাহ তাআলার আদেশ, মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---।[১৫৬]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার উড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল।'[১৫৭]

---

153 *(তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১০৯ নং)*

154 *(সূরা আল-আহযাব ৩৩/৫৯)*

155 *(আবূদাউদ, সুনান ৪১০১ নং)*

156 *(সূরা আন-নূর ২৪/৩১)*

157 *(আবূদাউদ, সুনান ৪১০২)*

সাহাবাদের মহিলাগণ যখন পথে চলতেন, তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গের কাপড়ের শেষ প্রান্ত মাটির উপর ছেঁচ্ড়ে যেত। নাপাক জায়গাতে চলার সময়েও তাদের কেউই পায়ের পাতা বের করতেন না।[১৫৮]

সুতরাং মাথা ও পায়ের মধ্যবর্তী কোন অঙ্গ যে প্রকাশ করাই যাবে না, তা অনুমেয়।

২। যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"সাধারণতঃ যা প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া তারা যেন তাদের অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"[১৫৯]

৩। লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে এক হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত আসমা (রাঃ)কে সতর্ক করেছিলেন।[১৬০]

একদা হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি তার উড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন।[১৬১]

মহানবী ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। ---(এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলাদল, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উঁটের কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।"[১৬২]

---

158 *(মিশকাতুল মাসাবীহ ৫০৪, ৫১২, ৪৩৩৫ নং)*

159 *(সূরা আন-নূর ২৪/৩১)*

160 *(সুনানু আবূদাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৭২ নং)*

161 *(মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৭৫ নং)*

162 *(আহমাদ, সহীহ মুসলিম, সহীহুল জামে' ৩৭৯৯ নং)*

৪। পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

৫। যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সেন্ট্‌ বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।"[১৬৩]

সেন্ট্‌ ব্যবহার করে মহিলা মসজিদেও যেতে পারে না। একদা চাশ্‌তের সময় আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্‌ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।'[১৬৪]

৬। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভুক্ত।"[১৬৫]

৭। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।"[১৬৬]

---

163 *(সুনানু আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ১০৬৫ নং)*

164 *(সুনানু আবূদাঊদ, নাসাঈ, সুনান, ইবনু মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১০৩১ নং)*

165 *(সুনানু আবূদাঊদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৪৭ নং)*

166 *(আবূদাঊদ, সুনান ৪০৯৭, ইবনু মাজাহ ১৯০৪ নং)*

তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মত লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মত লেবাস পরে।[১৬৭]

৮। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের লেবাস পরলে সাধারণতঃ পরিধানকারীর মনে গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।"[১৬৮]

"যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।"[১৬৯]

নামাযের ভিতরে বিশেষ লেবাস

সমীপে আল্লাহর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই নামাযীর উচিত, যথাসাধ্য সৌন্দর্য অবলম্বন করে তাঁর সমীপে হাজির হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন তাকে দু'টি কাপড় পরা উচিত। কারণ, আল্লাহ অধিকতম হকদার যে, তাঁর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করা হবে।"[১৭০]

পক্ষান্তরে নামাযের জন্য এমন নক্শাদার কাপড় হওয়া উচিত নয়, যাতে নামাযীর মন বা একাগ্রতা চুরি করে নেয়। একদা মহানবী ﷺ নক্শাদার কোন কাপড়ে নামায পড়ার পর বললেন, "এটি ফেরৎ দিয়ে 'আম্বাজানী' (নক্শাবিহীন) কাপড় নিয়ে এস। কারণ, এটি আমাকে আমার নামায থেকে উদাস করে ফেলেছিল।"[১৭১]

নামাযীর নামাযের এমন লেবাস হওয়া উচিত নয়, যাতে কোন (বিচরণশীল) প্রাণীর ছবি থাকে। কারণ, এতেও নামাযীর মনোযোগ ছিনিয়ে নেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষের এক প্রান্তে একটি ছবিযুক্ত রঙিন পর্দা টাঙ্গানো ছিল। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমার এই পর্দা আমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, ওর ছবিগুলো আমার

---

167 *(আবূদাঊদ, সুনান ৪০৯৮, ইবনু মাজাহ ১৯০৩ নং)*

168 *(মুসনাদ আহমাদ, সুনানু আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৪৬ নং)*

১৬৯ (সুনানু আবূদাঊদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬৫২৬ নং)

170 *(সহীহুল জামে' ৬৫২ নং)*

171 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৫৭ নং)*

নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।”

তিনি বলেন, “যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি (বা মূর্তি) থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।”[১৭২]

অতএব নামাযের বাইরেও এ ধরনের ছবিযুক্ত লেবাস মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী।

যে কাপড়ে অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় প্রতীক (যেমন ক্রুশ, শঙ্খ প্রভৃতি) থাকে, সে কাপড় (ও অলঙ্কার) ব্যবহার বৈধ নয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ বাড়িতে কোন জিনিসে ক্রুশ দেখলেই তা কেটে ফেলতেন।'[১৭৩]

জুতো পবিত্র হলে, তা পায়ে রেখেই নামায পড়া বৈধ। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা ইয়াহুদীদের বিপরীত কর। (এবং জুতো ও মোজা পায়ে নামায পড়।) কারণ, ওরা ওদের জুতো ও মোজা পায়ে রেখে নামায পড়ে না।”[১৭৪]

আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ বাম হাতে না খায়, কেউ যেন এক পায়ে জুতো রেখে না চলে, কেউ যেন এমনভাবে একটি মাত্র কাপড় দ্বারা নিজেকে জড়িয়ে না নেয়, যাতে তার হাত বের করার পথ থাকে না এবং কেউ যেন একটাই কাপড় পরে, পাছার উপর ভর করে, পায়ের রলা ও হাঁটু দু'টিকে খাড়া করে পেটে লাগিয়ে, হাত দু'টিকে পায়ে জড়িয়ে, লজ্জাস্থান খুলে না বসে।[১৭৫]

লুঙ্গির ভিতরে কিছু না পরে থাকলে এবং অনুরূপ বসলেও লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার ভয় থাকে। যেমন মহিলাদের শাড়ি-সায়াতেও ঐ একই অবস্থা হতে পারে। অতএব ঐ সব কাপড়ে ঐরূপ বসা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নামাযে তার লুঙ্গিকে অহংকারের সাথে গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে রাখে, তার এ কাজ হালাল নয় এবং আল্লাহর নিকট তার কোন সম্মান নেই।”[১৭৬]

---

172 *(ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ, সহীহুল জামে' ১৯৬১, ১৯৬৩ নং)*

173 *(মুসনাদ আহমাদ, আবূদাঊদ, সুনান ৪১৫১ নং)*

174 *(সুনানু আবূদাঊদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৬৫নং)*

175 *(সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩১৫ নং)*

176 *(সুনানু আবূদাঊদ, সহীহুল জামে' ৬০১২ নং)*

Goto List

প্রকাশ যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে নামায কবুল হয় না -এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।[১৭৭]

নাপাকীর সন্দেহ না থাকলে প্রয়োজনে মহিলাদের শাল, চাদর, বা শাড়ি গায়ে দিয়ে পুরুষরা নামায পড়তে পারে।

প্রয়োজনে একই কাপড়ের অর্ধেকটা (ঋতুমতী হলেও) স্ত্রীর গায়ে এবং পুরুষ তার অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে নামায পড়তে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রাত্রে নামায পড়তেন। আমি মাসিক অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আর আমার একটি কাপড় আমার গায়ে এবং কিছু তাঁর গায়ে থাকত।'[১৭৮]

যে কাপড় পরে থাকা অবস্থায় মেয়েদের মাসিক হয়, সেই কাপড়ে মাসিক লেগে থাকার সন্দেহ না থাকলে পবিত্রতার গোসলের পর না ধুয়েও ঐ কাপড়েই তাদের নামায পড়া বৈধ। মাসিক লাগলেও যে স্থানে লেগেছে কেবল সেই স্থান ধুয়ে খুনের দাগ না গেলেও তাতেই নামায পড়া বৈধ ও শুদ্ধ হবে।[১৭৯]

কেবল দুধ পান করে এমন শিশুপুত্র যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয়, তাহলে তার উপর পানির ছিটা মেরে এবং না ধুয়ে তাতেই নামায হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকন্যার পেশাব হয় অথবা দুধ ছাড়া অন্য খাবারও খায় এমন শিশু হয়, তাহলে তার পেশাব কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে। নচেৎ নামায হবে না।[১৮০]

কাপড়ের পেশাব রোদে শুকিয়ে গেলেও তাতে নামায হয় না। কাপড় থেকে পেশাব পানি দিয়ে ধোয়া জরুরী।[১৮১]

যে কাপড় পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় সেই কাপড়েও নামায শুদ্ধ। অবশ্য নাপাকী লাগলে বা লাগার সন্দেহ হলে নয়।[১৮২]

টাইট-ফিট্ প্যান্ট ও শার্ট এবং চুস্ত্ পায়জামা ও খাটো পাঞ্জাবী পরে নামায মকরূহ। টাইট হওয়ার কারণে নামাযে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়। তাছাড়া কাপড়ের উপর থেকে (বিশেষ করে পিছন থেকে) শরমগাহের উঁচু-নীচু

---

177 *(যঈফ আবূদাঊদ, সুনান ১২৪, ৮৮৪ নং)*
178 *(আবূদাঊদ, সুনান ৩৭০ নং)*
179 *(আবূদাঊদ, সুনান ৩৬৫নং)*
180 *(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৯৭, ৫০২, আবূদাঊদ, সুনান ৩৭৭-৩৭৯ নং)*
181 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/১৯৮)*
182 *(আবূদাঊদ, সুনান ৩৬৬নং)*

অংশ ও আকার বোঝা যায়।[১৮৩]

মহিলাদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কব্জির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে নামায হয় না। কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও ঢেকে নেওয়া কর্তব্য।[১৮৪] অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে নিতে হবে।

ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকলেও নামায পড়তে পড়তে ঢাকা ফরয এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সেই নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে।[১৮৫]

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন সাবালিকা মেয়ের মাথায় চাদর ছাড়া তার নামায কবুল হয় না।"[১৮৬]

পুরুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় (চাদর বা গামছা) সংকীর্ণ হলে মাথা ঢাকতে গিয়ে যেন পেট-পিঠ বাহির না হয়ে যায়। প্রকাশ যে, নামাযে পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা জরুরী নয়। সৌন্দর্যের জন্য টুপী, পাগড়ী বা মাথার রুমাল মাথায় ব্যবহার করা উত্তম। আর এ কথা বিদিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ কখনো কখনো এক কাপড়েও নামায পড়েছেন। তাছাড়া কতক সলফ সুতরার জন্য কিছু না পেলে মাথার টুপী খুলে সামনে রেখে সুতরা বানাতেন।[১৮৭]

প্রকাশ যে, পরিশ্রম ও মেহনতের কাজের ঘর্মসিক্ত, কাদা বা ধুলোমাখা দুর্গন্ধময় লেবাসে মহান বাদশা আল্লাহর সমীপে মসজিদে আসা উচিত নয়। কারণ, তাতে আল্লাহর উপস্থিত ফিরিশতা তথা মুসল্লীগণ কষ্ট পাবেন। আর এই জন্যই তো কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

183 *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫/৭৫)*

184 *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৬/১৩৮, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৮৮, কিদাঃ ৯৪পৃঃ)*

185 *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৮৫)*

186 *(সুনানু আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৬২নং)*

187 *(আবূদাঊদ, সুনান ৬৯১নং)*

খাস মহিলা মহলে মহিলাদের আযান ও ইকামত

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর আযান ও ইকামত দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। অবশ্য বাইহাকীতে আছে, আম্‌র বিন আবী সালামাহ বলেন, আমি সওবানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'মেয়েরা কি ইকামত দিতে পারে?' উত্তরে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'মকহুল বলেছেন, যদি মহিলারা আযান-ইকামত দেয় তবে তা আফযল। আর যদি শুধু ইকামত দেয়, তবে তাও যথেষ্ট।' সওবান বলেন, যুহরী উরওয়া হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, 'আমরা বিনা ইকামতেই নামায পড়তাম।' *(এর সনদটি হাসান।)*

ইমাম বাইহাকী বলেন, 'প্রথমোক্ত আসারের সাথে -যদি এই আসার সহীহ হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে- পরস্পর বিরোধিতা নেই। কারণ, হতে পারে যে, জায়েয বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি উভয় প্রকারের আমল (কখনো এরূপ, কখনো ঐরূপ) করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

আল্লামা আলবানী বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হল নবাব সিদ্দীক হাসান খানের; তিনি বলেছেন, '---আর প্রকাশ যে, মহিলারা আমলে পুরুষদের মতই। কারণ, মহিলারা পুরুষদের সহোদরা। পুরুষদেরকে যা করতে আদেশ হয়, সে আদেশ মহিলাদের উপরেও বর্তায়। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষে আযান-ইকামত ওয়াজেব না হওয়ার ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। আযান না থাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের সনদের কিছু বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত; যাদের হাদীস দলীলযোগ্য নয়। সুতরাং মহিলাদেরকে সাধারণ এ নির্দেশ থেকে খারিজ করার মত কোন নির্ভরযোগ্য দলীল থাকলে উত্তম; নচেৎ ওরাও পুরুষদের মতই।'[১৮৮]

নামাযের নিয়ত

নামাযী যে নামায পড়বে মনে মনে তার নিয়ত বা সংকল্প করে নেবে। আরবীতে বাঁধা-গড়া নিয়ত বা নিজ ভাষায় কোন নিয়ত মুখে

188 *(আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/৭৯, সিযঃ ২/২৭১)*

উচ্চারণ করা বা আওড়ানো বিদ্‌আত।[১৮৯]

নামাযে মনোনিবেশ

এর পর অতি বিনয় সহকারে, একাগ্রচিত্তে, আদবের সাথে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ লোক প্রদর্শন বা কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়), বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী, পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

তকবীরে তাহরীমা

অতঃপর তাহরীমার তকবীর 'আল্লাহু আকবার' (অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান) বলে হাত দুটি (খোলা অবস্থায়) কানের উপরি ভাগ অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে।[১৯০] কানের লতি স্পর্শ করবে না। চাদর পরে থাকলে চাদরের ভিতর থেকে হাত দুটি বের করে 'রফ্‌য়ে ইদায়ন' করবে।[১৯১] অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যাতে বাজু বের হয়ে না যায়। চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে না[১৯২] এবং চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপড় ঝুলিয়ে রাখবে না; বরং কাঁধে জড়িয়ে রাখবে।[১৯৩]

অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারা ঢাকা ওয়াজেব।

হস্ত স্থাপন

অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। কখনো বা বাম হাতের চেটোর পিঠের উপর বা কব্জির উপর অথবা প্রকোষ্ঠের (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাতের) উপর ডান হাত (ধারণ না করে) রাখবে।[১৯৪] আর কখনো বা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতকে ধারণ করবে।[১৯৫]

---

189 *(সালাসু রাসাইল ফিস্‌সালাহ ৩পৃঃ, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২৪/৬৪)*

190 *(বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, মিশকাত ৭৯৫, ৮০১নং)*

191 *(মুসলিম, মিশকাত ৭৯৭নং)*

192 *(সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ৭৮৯নং, মুঅত্তা)*

193 *(সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, মিশকাত ৭৬৪নং)*

194 *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৫৪/২, ইবনে হিব্বান ৪৮৫নং)*

195 *(নাসাঈ, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন নাবী, আলবানী ৮৮পৃঃ)*

নামাযে দৃষ্টিপাতের স্থান

অতঃপর সেই বিশাল বিশ্বাধিপতির সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে নজর ঝুকিয়ে সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবে।[১৯৬] আকাশের প্রতি কখোনই দৃষ্টিপাত করবে না[১৯৭] এবং আশেপাশে কোন দিকেও চোখ টেরা করে দেখবে না।[১৯৮] মনে মনে এই ধারণা করবে যে সে যেন আল্লাহকে দেখছে। তা সম্ভব না হলে ভাববে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন।[১৯৯] তবে তার কোনরূপ আকার মনে কল্পনা করবে না। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

ইস্তিফতাহর দুআ

অতঃপর ইস্তিফ্তাহর এই দুআঁ নিঃশব্দে পাঠ করবে ঃ-

اَللّٰــــهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَایَ كَـمَا بَاعَـــدْتَّ بَيْنَ الْمَشْـــرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্কাষ ষাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্ দানাস, আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অষ্ষালজি অল্বারাদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিস্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে

196 *(বাইহাকী, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল ৩৫৪নং)*

197 *(বুখারী, আবুদাউদ, মুসলিম, মিশকাত ৯৮৩নং)*

198 *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৫১-৫৫২নং)*

199 *(ত্বাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ৯০পৃঃ)*

পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও।[২০০] অথবা পড়বে ঃ-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাসমুকা অতাআ'-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক্।

অর্থঃ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।[২০১]

অতঃপর বলবে ঃ-

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণঃ- আউযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ।

অর্থঃ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২০২]

অতঃপর (নিঃশব্দে) 'বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম' (অর্থাৎ আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আরম্ভ করছি।) বলে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করে, প্রাঞ্জলতার সাথে, একটি একটি করে প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে, মিষ্টি সুরে, সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ঃ[২০৩]

---

200 *(বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮, আবু দাউদ ৭৮১, নাসাঈ, দারেমী, আআঃ ২/৯৮, ইবনে মাজাহ ৮০৫, আহমাদ ২/২৩১, ৪৯৪, ইবনু আবী শাইবাহ ২৯১৯৯ নং)*

201 *(আবু দাউদ ৭৭৬, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৮০৬, ত্বাহাবী ১/১১৭, দারাকুতনী ১১৩, বাইহাকী ২/৩৪, হাকেম ১/২৩৫, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু আবী শাইবাহ)*

202 *(আবু দাউদ ৭৭৫, দারাকুতনী, তিরমিযী, হাকেম, ইবনু আবী শাইবাহ, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল ৩৪২নং)*

203 *(আবু দাউদ, মুসলিম, মালেক, আহমাদ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৪পৃঃ ও ৯৪ পৃঃ)*

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْن﴾.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। আররাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন। ইহ্দিনাস্ স্বিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

সূরার শেষে বলবে, 'আ-মীন' (অর্থাৎ কবুল কর)। আশেপাশে বেগানা পুরুষ না থাকলে এবং উক্ত সূরা সশব্দে পাঠ করলে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে।[২০৪] এই সূরা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করবে। এ ছাড়া নামায হবে না।[২০৫] মুক্তাদী হলেও সশব্দ অথবা নিঃশব্দের নামাযেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।[২০৬] ইমাম পাঠ করলে তাঁর পিছু-পিছু পাঠ করে শেষে 'অলায্যা-ল্লীন' বললে এবং আশেপাশে বেগানা পুরুষ না থাকলে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে।[২০৭]

---

204 *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮৪৫নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০১পৃঃ)*

205 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২২ নং)*

206 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৮৫৪নং)*

207 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২৫নং)*

দশটি সূরা এবং তার উচ্চারণ ও অনুবাদ

অতঃপর নিঃশব্দে 'বিস্ মিল্লা-হির রহ্ মা-নির রাহীম' বলে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। প্রয়োজন ও সুবিধামত ছোট বা বড় সূরা পাঠ করবে।[২০৮] (আশেপাশে বেগানা পুরুষ না থাকলে) ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা সশব্দে এবং বাকী যোহর ও আসরের নামাযে নিঃশব্দে পাঠ করবে।

নিম্নে ১০টি ছোট সূরা উচ্চারণ ও অর্থ সহ লেখা হল। এগুলি এবং অন্যান্য আরো বড় সূরা কুরআন মাজীদ থেকে অথবা কোন ক্বারীর মুখ থেকে শুনে নামাযী শিখে বা মুখস্থ করে নেবে। অন্যথা সরাসরি বাংলা থেকে উচ্চারণ সঠিক হবে না।

(১) সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلهِ النَّـاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

উচ্চারণঃ- কুল আঊযু বিরব্বিন্ না-স। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্ না-স। মিন্ শার্রিল অসওয়া-সিল খান্না-স। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্ না-স। মিনাল জিন্নাতি অন্ না-স।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধীশ্বর, মানুষের উপাস্যের কাছে- তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে সুযোগমত আসে ও (কুমন্ত্রণা দিয়ে) সরে পড়ে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

208 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০নং, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০২পৃঃ)*

(২) সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

উচ্চারণঃ- কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শার্রি মা খালাক্ব। অমিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা অক্বাব। অমিন শার্রিন্ নাফ্ফা-ষা-তি ফিল উক্বাদ। অমিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রভুর নিকট। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। এবং রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর অন্ধকারে আচছন্ন হয়। এবং গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিণী (যাদুকরী)দের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

(৩) সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اَللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤)

উচ্চারণঃ- কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সামাদ। লাম য়্যালিদ, অলাম ইউলাদ। অলাম য়্যাকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ- বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ ভরসাস্থল। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

(৪) সূরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (٥)

উচ্চারণঃ- তাব্বাৎ য়্যাদা আবী লাহাবিঁউ অতাব্ব্। মা আগ্না আনহু মা-লুহু অমা কাসাব। সায়্যাস্‌লা না-রান যা-তা লাহাব। অমরাআতুহু হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থঃ- ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জিত বস্তু তার কোন উপকারে আসবে না। সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাবিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে। আর তার স্ত্রীও -যে কাঠের বোঝা বহনকারিণী। ওর গলদেশে খেজুর চোকার রশি হবে।

(৫) সূরা নাস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

উচ্চারণঃ- ইযা জা-আ নাস্‌রুল্লা-হি অল ফাত্‌হ। অরাআইতান্ না-সা য়্যাদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্লা-হি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা অস্তাগফিরহু; ইন্নাহু কা-না তাউওয়া-বা।

অর্থঃ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

(৬) সূরা কা-ফিরূন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلاَ
أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلاَ
أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

উচ্চারণঃ- কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূন। লা- আ'বুদু মা- তা'বুদূন। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। অলা- আনা আ'-বিদুম মা আ'বাত্তুম। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম অলিয়া দীন।

অর্থঃ- বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।

(৭) সূরা কাউষার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ
شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (٣)

উচ্চারণঃ- ইন্না- আ'ত্বাইনা-কাল কাউষার। ফাস্বাল্লি লিরব্বিকা অন্হার। ইন্না- শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে কাউসার (হওয) দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার শত্রুই হল নির্বংশ।

(৮) সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٣) اَلَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ

وَّآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤)

উচ্চারণঃ- লিঈলা-ফি কুরাইশ্। ঈলা-ফিহিম রিহ্লাতাশ শিতা-ই অস্স্বাইফ্। ফাল য়্যা'বুদু রাব্বা হা-যাল বাইত্। আল্লাযী আত্বআমাহুম মিন জূ'। অআ-মানাহুম মিন খাউফ্।

অর্থঃ- যেহেতু কুরাইশের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের সফরকে তাদের স্বভাবসুলভ করা হয়েছে, সেহেতু ওরা উপাসনা করুক এই গৃহের রক্ষকের। যিনি ক্ষুধায় ওদেরকে আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(৯) সূরা ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ (٥)

উচ্চারণঃ- আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআস্বহা-বিল ফীল। আলাম য়্যাজ্আল্ কাইদাহুম ফী তায্বলীল। অআরসালা আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বিল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআস্বফিম মা'কূল।

অর্থঃ- তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সঙ্গে কি করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশলকে ব্যর্থ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা ওদের উপর নিক্ষেপ করে কঙ্কর। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

(১০) সূরা আস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُـوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

উচ্চারণঃ- অল্ আস্‌র। ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্‌র। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অআ'মিলুস স্বা-লিহা-তি অতাওয়াস্বাউ বিল হাক্কি অতাওয়াস্বাউ বিস্‌স্বাব্‌র।

অর্থঃ- মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

মুক্তাদীর সূরা পাঠ

মুক্তাদী হলে যোহর ও আসরের নামাযে অন্য সূরা পাঠ করবে। ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে, অন্য সূরা পাঠ করবে না।[২০৯]

রুকুর নিয়ম

সূরা পাঠ শেষ হলে একটু থেমে[২১০] আল্লাহ্‌র তা'যীমের উদ্দেশ্যে দুই হাতকে কান অথবা কাঁধ সমান তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঝুঁকে রুকূ করবে।[২১১] উভয় করতল দিয়ে উভয় হাঁটু ধারণ করবে।[২১২] আঙ্গুলগুলিকে খুলে রাখবে।[২১৩] কনুই বা বাহু দুটিকে পাঁজর ও পেট থেকে দূরে রাখবে।[২১৪] পিঠ এবং মাথাকে সোজা ও সমতল রাখবে।[২১৫] যেন পিঠ

---

209 *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৮৫৪ নং)*
210 *(আবু দাউদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৮পৃঃ)*
211 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫নং)*
212 *(বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৯২, ৮০২নং)*
213 *(হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৯পৃঃ)*
214 *(তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, মিশকাত ৮০১নং)*

থেকে মাথা উঁচু বা নীচু না হয় এবং পিঠের মাঝে পানি রাখলে যেন গড়িয়ে না যায়।[২১৬] দৃষ্টিকে সিজদার স্থানেই নিবদ্ধ রাখবে।[২১৭]

রুকূর দুআ

অতঃপর প্রশান্ত হয়ে এই তস্‌বীহসমূহের কোন একটি তিন বা ততোধিক বার পাঠ করবে ঃ

1. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এটি রসূল ﷺ ৩ বার পাঠ করতেন।[২১৮]

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, কখনো কখনো তাঁর রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত।[২১৯]

2. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ۔

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার।[২২০]

3. سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও জিবরীল (আঃ)

---

215 *(মিশকাত ৮০১নং, বাইহাক্বী, বুখারী, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩০পৃঃ)*

216 *(ত্বাবারানী কাবীর ও সাগীর, ইবনে মাজাহ ৮৭২নং)*

217 *(বাইহাক্বী, মিশকাত ৯৯৬নং)*

218 *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বায্‌যার, ইবনে খুযাইমাহ ৬০৪নং, ত্বাবারানী)*

219 *(সিফাতু সালাতিন নাবী ১৩২পৃঃ)*

220 *(আবূ দাউদ ৮৮৫নং, দারাকুত্বনী, আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী)*

এর প্রভু (আল্লাহ)।[২২১]

4. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ।

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।

কোন লম্বা নামাযে একই তসবীহ না বলে নামাযী অন্যান্য তসবীহ মিলিয়ে বলতে পারে।[২২২]রুকূতে বা সিজদাতে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত পাঠ করবে না।[২২৩] কোন প্রকার তাড়াহুড়া না করে মুরগীর দানা খাওয়ার মত রুকূ-সিজদা করে নামায চুরি করবে না।[২২৪]

অতঃপর প্রশান্তভাবে 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' (অর্থাৎ, যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শ্রবণ করেন)। এই দুআ বলে রুকূ থেকে মাথা তুলবে[২২৫] এবং কান বা কাঁধ বরাবর হাত তুলবে।[২২৬] সম্পূর্ণরূপে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর পর বলবে ঃ

১। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [২২৭]

২। ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ [২২৮]

৩। اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [২২৯]

৪। اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [২৩০]

---

221 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭২ নং)*
222 *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ টীকা)*
223 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭৩নং)*
224 *(আবু ইয়ালা, বাইহাক্বী, ইবনে খুযাইমাহ, ত্বাবারানী, ইবনে আবী শাইবাহ, হাকেম প্রভৃতি, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩১পৃঃ)*
225 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩নং)*
226 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৪, ৭৯৫, ৮০১নং)*
227 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৯নং)*
228 *(বুখারী ৮০৩ নং, প্রমুখ)*
229 *(বুখারী ৭৯৬, মুসলিম, প্রভৃতি, মিশকাত ৮৭৪নং)*

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, (অথবা) রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ, (অথবা) আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, (অথবা) আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ।

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা। (অথবা)

৫। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা।[২৩১]

মুক্তাদী হলে 'সামিআল্লা-হ' না বলে ইমামের বলার পর কেবল 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ্' ইত্যাদি দুআ পাঠ করবে।[২৩২] অবশ্য উভয় বলাও দোষাবহ নয়।

এই কিয়ামে হাত দুটি পুনরায় পূর্বের মত বুকের উপর রাখবে, না ছেড়ে রাখবে, তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে নেই।[২৩৩]

সিজদাহ

অতঃপর বিনতির সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে।[২৩৪] হাঁটুর পূর্বে হাত দুটিকে মাটিতে রাখবে।[২৩৫] (হাঁটুও পূর্বে রাখতে পারে।)[২৩৬] সাতটি অঙ্গ; নাক সহ কপাল, দুই হাতের চেটো, দুই পায়ের

---

230 *(বুখারী ৭৯৫নং, মুসলিম, প্রমুখ)*

231 *(বুখারী ৭৯৮, মালেক ৪৯৪, আবূ দাঊদ ৭৭০নং)*

232 *(মুসলিম, মিশকাত ৮২৬নং)*

233 *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৮-১৩৯পৃঃ টীকা। আল্লামা আলবানীর নিকট রুকু থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা বিদআত। শায়খ ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন প্রভৃতির নিকট এটি সুন্নত।)*

234 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৯নং)*

235 *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৮৯৯নং)*

236 *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী। হাদীসটি যয়ীফ; কিন্তু বহু উলামার মতে হাসান ও আমল যোগ্য। তাই সুবিধামত, হাঁটুও আগে রাখতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য ঃ সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায। ফতহুল গফুর, বিসিহহাতি তাক্বদীমির*

পাতা এবং দুই হাঁটু দ্বারা সিজদারত হবে।[২৩৭] হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে।[২৩৮] পায়ের পাতা দুটিকে মিলিতভাবে খাড়া রাখবে।[২৩৯] করতল ও আঙ্গুলগুলিকে বিছিয়ে রাখবে।[২৪০] আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক ফাঁক করে না রেখে স্বাভাবিকভাবে মাটির উপর রাখবে।[২৪১] হাত দুটিকে কান অথবা কাঁধের সোজা মাটিতে রাখবে।[২৪২] কনুইকে মাটি ও পাঁজর বা পেট হতে দূরে খাড়া রাখবে।[২৪৩] মাটিতে প্রকোষ্ঠ (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাত বা হাতের রলা) বিছিয়ে রাখবে না।[২৪৪] পেটের সাথে কনুই লাগিয়ে রাখবে না। জড়সড় না হয়ে পিঠকে সোজা রাখবে। নিচের দিকে বাঁকিয়ে বা উপরের দিকে উঠিয়ে কুঁজো করে রাখবে না এবং উরুর স্পর্শ হতে পেটকেও দূরে রাখবে।[২৪৫]

সিজদার দুআ

স্থিরতার সাথে সিজদাহ অবস্থায় নিম্নের তসবীহ তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবেঃ

১. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ : (সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি[২৪৬]

রুকবাতাইনি কাবলাল ইদ্যায়নি ফিস সুজূদ, আল বাহলাল। মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫ সংখ্যা ৬৬পৃঃ ও ১৮ সংখ্যা ৮৭পৃঃ)

237 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৭নং)*

238 *(বাইহাক্বী, ইবনে আবী শাইবাহ ১/৮২/২, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১-১৪২পৃঃ বুখারী, আবু দাউদ)*

239 *(মুসলিম ৪৮৬নং, আবু দাউদ ৮৭৯নং, নাসাঈ ১৬৯নং)*

240 *(আবু দাউদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১পৃঃ)*

241 *(ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাক্বী, হাকেম, ঐ ১৪১পৃঃ)*

242 *(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৩০৯নং)*

243 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৯নং ও ৮৯১নং)*

244 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৮নং)*

245 *(মিশকাত ৮৮৮নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায ৭পৃঃ)*

246 *(আবূ দাউদ ৮৮৫নং, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বাযযার, ত্বাবারানী)*

কখনো পড়বে ঃ

২. سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার।[২৪৭]

কখনো পড়বে ঃ

৩. سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থঃ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামণ্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)।[২৪৮]

কখনো বা পড়বে ঃ

৪. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর।[২৪৯]

দীর্ঘ নামাযে উপরোক্ত একাধিক তসবীহ একত্রে মিলিয়ে পড়তে পারে নামাযী।[২৫০]

সিজদাহ অবস্থায় বান্দাহ অধিক অধিক আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। তাই এতে অনেক অনেক দুআ করতে বলা হয়েছে।[২৫১] দুআর জন্য রুকূর

---

247 *(আবূ দাউদ ৮৭০নং, আহমাদ, দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী ২/৮৬, ত্বাবারানী)*

248 *(মুসলিম, মিশকাত ৮৭২নং)*

249 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭১নং)*

250 *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ)*

251 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮৯৪নং)*

৩নং তসবীহ এবং নিম্নের এই দুআ পঠনীয় ঃ

৫.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّـهُ وَ دِقَّـهُ وَجِلَّـهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِـرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ্, অদিক্কাহু অজিল্লাহ্, অ আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ্, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও।[২৫২]

কুরআন মাজীদের তেলাঅতের সিজদায় একাধিকবার এই দুআ পাঠ করবে ঃ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চারণঃ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্কা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অকুউওয়াতিহ্।

অর্থঃ- আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন।[২৫৩]

তাহাজ্জুদের নামাজের সিজদায় পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণঃ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।

---

252 *(মুসলিম ৪৮৩নং, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৯২নং)*

253 *(আহমাদ ৬/৩০, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম, মিশকাত ১০৩৫, সহীহ তারগীব ৪৭৪নং)*

অথবা ঃ

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ।

অর্থঃ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।[২৫৪]

অথবা ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী মা আসরারতু অমা আ'লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও।[২৫৫]

অথবা দুআ কুনুতের এই দুআটি পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উকূবাতিক, অ আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌স্বী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আষনাইতা আলা নাফসিক্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ।[২৫৬]

---

254 *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

255 *(ইবনে আবী শাইবাহ ৬২/১১২/১, নাসাঈ ১০৭৬, হাকেম, ঐ ১৪৭পৃঃ)*

256 *(সহীহ নাসাঈ ১০৫৩, ইবনে মাজাহ ৩৮৪১নং, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইবনে আবী শাইবাহ ১২/১০৬/২)*

অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে ধীরতার সাথে সিজদাহ থেকে মাথা তুলবে। বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে তার তলদেশের উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে।[২৫৭] ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে[২৫৮] এবং এর আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করে নেবে।[২৫৯] এমন সোজা হয়ে বসবে যাতে প্রত্যেক অস্থি তার নিজ জোড়ে স্থির হয়ে যায়।[২৬০]

দুই সিজদার মাঝে দুআ

এ সময় হাত দুটিকে উরু ও জানুদ্বয়ের উপরে রাখবে এবং (নিঃশব্দে) এই দুআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজবুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর।[২৬১]

কোন কোন বর্ণনায় উক্ত দুআর শুরুতে 'আল্লাহুম্মা'র পরিবর্তে 'রাব্বি' ব্যবহার হয়েছে।[২৬২]

কখনো বা পড়বে ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ

(রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

---

257 *(আবু দাউদ, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইরওয়াউল গালীল ৩১৬নং)*

258 *(বুখারী, বাইহাক্বী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫১পৃঃ)*

259 *(নাসাঈ, ঐ ১৫১পৃঃ)*

260 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০-৭৯১, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত ৮০১নং)*

261 *(আবু দাউদ ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনে মাজাহ ৮৯৮, হাকেম, মিশকাত ৯০০নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৩পৃঃ)*

262 *(ইবনে মাজাহ ৮৯৮ নং)*

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।[২৬৩]

অতঃপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় 'আল্লা-হু আকবার' বলে দ্বিতীয় বার সিজদায় যাবে এবং পূর্বোক্ত তসবীহাদি পাঠ করবে। অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে সুস্থিরভাবে সিজদাহ থেকে উঠে পুনরায় পূর্বের মত বসবে, যেন প্রত্যেক হাড় নিজের জায়গায় বসে যায়।[২৬৪]

সিজদা থেকে ওঠা

এক্ষণে কোন দুআ নেই। হালকা বসে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য করতল দ্বারা মাটির উপর ভর দিয়ে,[২৬৫] খমীর সানার মত মুসাল্লার উপর ভর দিয়ে,[২৬৬] জানুর উপর ভর দিয়ে উঠে দণ্ডায়মান হবে।[২৬৭]

দ্বিতীয় রাকাআত

পূর্বের রাকআতের ন্যায় বক্ষঃস্থলে হস্তদ্বয় যথানিয়মে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহিম' বলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। তবে এ স্থলে উঠার পর হস্তোত্তলন করবে না এবং দুআ ইস্তেফতাহ্‌ও পড়বে না।[২৬৮] বাকী আমল প্রথম রাকআতের মতই করবে। অবশ্য এ রাকআত প্রথম রাকআতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট হবে।[২৬৯]

তাশাহহুদ

দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদা করার পর পূর্বের ন্যায় বসে যাবে। অর্থাৎ বাঁ পায়ের পাতার উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে। ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলা-মুখী করে নেবে এবং ডান হাত ডান জানু ও বাঁ হাত বাঁ জানুর উপর রাখবে।[২৭০] ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে বন্ধ

---

263 *(আবু দাউদ ৮৭৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৭৩১নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৩৫নং)*
264 *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০১নং)*
265 *(বুখারী ৮২৪ নং, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)*
266 *(আবু ইসহাক হারবী, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)* (মতান্তরে)
267 *(আবু দাউদ ৮৩৯ নং, হাদীসটি যয়ীফ, অনেকের নিকট হাসান আমল যোগ্য। দেখুন, সিফাতু সালাতিন্নাবী ইবনে বায ৮-৯পৃঃ, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫/৬৬, ১৮/৮৭)*
268 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৫পৃঃ)*
269 *(বুখারী, মুসলিম, ঐ ১১২, ১৫৫পৃঃ)*
270 *(আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)*

রেখে কেবল তর্জনী (শাহাদাৎ) আঙ্গুল খুলে রাখবে ও তার দ্বারা (তওহীদ বা) কেবলার দিকে ইশারা করবে এবং দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখবে।[২৭১] কখনো বা ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দুটি বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মিলিয়ে গোলাকার বালার মত বানিয়ে তর্জনী হিলিয়ে (তওহীদের প্রতি) ইশারা করবে।[২৭২]

অতঃপর তাশাহ্হুদের দুআ পাঠ করবে ঃ-

তাশাহহুদের দুআ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণঃ- আত্-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্স্বালা-ওয়া-তু অত্ত্বাইয়িবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস্ স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থঃ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।[২৭৩]

প্রকাশ যে, 'আস-সালামু আলান নাবিয়্যে' বলাও সাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত আছে।[২৭৪]

---

271 *(মুসলিম, মিশকাত ৯০৬-৯০৭, আহমাদ, মিশকাত ৯১৭নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৮পৃঃ)*

272 *(মুসলিম, মিশকাত ৯০৮, আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৯১১নং)*

273 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০৯নং)*

274 *(মুসনাদে সিরাজ ৯/১/২, ফাওয়ায়েদ ১১/৫৪/১, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬১-১৬২পৃঃ, মিশকাত তাহকীক আলবানী ১/২৮৬)*

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।[২৭৫]

দুআ মা-সূরাহ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল

[275] *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১৯ নং)*

মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭৬]

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিত্না থেকে পানাহ্ চাওয়া, বহু উলামার নিকট ওয়াজেব।[২৭৭]

অবশ্য এর পরে আরও অন্যান্য দুআ মা-সূরাহ্ পড়ে মোনাজাত করা যায়।[২৭৮] যেমন ঃ-

১. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল মা'ষামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি।[২৭৯]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৮০]

২. اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْراً

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো।[২৮১]

---

276 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১নং)*
277 *(সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮২পৃঃ দ্রষ্টব্য)*
278 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনুল জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)*
279 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং)*
280 *(নাসাঈ১৩০৬, ইবনে আবী আসেম ৩৭০নং)*
281 *(আহমাদ ৬/৪৮, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮৪নং)*

৪.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।[২৮২]

৩. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আউযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৮৩]

৪. اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[২৮৪]

---

282 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৪২নং)*
283 *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮, ইবনে খুযাইমাহ ১/৮৭/১)*
284 *(মুসলিম, মিশকাত ৯৪৭নং)*

৫. اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।[২৮৫]

৮.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্‌য়্যা অ আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

৯.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

---

285 *(আহমাদ ৫/২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, আবূ দাউদ, নাসাঈ ১৩০২নং, মিশকাত ৯৪৮নং)*

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই।[২৮৬]

এ ছাড়া এর সাথে 'রাব্বানা আ-তিনা' ইত্যাদি অন্যান্য সহীহ মুনাজাতের দুআও পড়তে পারা যায়।[২৮৭] আর এটাই হচ্ছে সঠিক মুনাজাতের স্থান।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে এ কথাই প্রমাণিত যে, মুনাজাত সালাম ফিরার পূর্বেই হবে। যেমন, নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হবে তখন যেন সে আল্লাহর নিকট চার বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়------ অতঃপর নিজের জন্য ইচ্ছামত দুআ করে।"[২৮৮]

তিনি আরো বলেন, "যখন তোমরা প্রত্যেক দু রাকআতে বসবে তখন আত্তাহিয়্যাতু--- বলার পর পছন্দমত দুআ করবে।"[২৮৯]

আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম, নবী ﷺ, আবু বকর ও উমার পাশেই ছিলেন। যখন বসলাম তখন আল্লাহর প্রশংসা, নবীর উপর দরূদ পড়ার পর নিজের জন্য দুআ করতে লাগলাম। নবী ﷺ বললেন, "চাও তোমাকে দেওয়া হবে, চাও তোমাকে দেওয়া হবে।"[২৯০]

ফাযালাহ বিন উবাইদ বলেন, "একদা রসূল ﷺ বসেছিলেন, এই সময় এক ব্যক্তি (মসজিদ) প্রবেশ করে নামায পড়ল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নবী ﷺ বললেন, "তুমি জলদি করলে নামাযী! যখন নামায পড়বে ও (তাশাহহুদে) বসবে, তখন আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা কর এবং আমার উপর দরূদ পাঠ কর অতঃপর দুআ কর।"

অতঃপর আর এক ব্যক্তি নামায পড়ল এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, হে (নামায রত) নামাযী ! দুআ কর কবুল হবে।"[২৯১]

---

286 *(মুসলিম ৭৭১নং, আবূ আওয়ানাহ)*

287 *(নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪২, সিলসিলাহ সাহীহাহ ৮৭৮নং, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)*

288 *(ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)*

289 *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৮নং)*

290 *(সহীহ তিরমিযী ৪৮৬, মিশকাত ৯৩১নং)*

291 *(সহীহ তিরমিযী ২৭৬৫ নং, মিশকাত ৯৩০নং)*

পক্ষান্তরে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, গ্রহণযোগ্য দুআ কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, "শেষ রাত্রির গভীরে এবং ফরয নামাযের পশ্চাতে (বা শেষাংশে)।"[২৯২]

এই পশ্চাৎ বা শেষাংশ নামাযের সালাম ফিরার পূর্বের অংশ। কারণ, সালাম ফিরার পূর্বের দুআ ও মুনাজাত করার তাকীদ পুর্বোক্ত হাদীসসমূহে আমরা লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া সালাম ফিরার পরে তসবীহ ও যিক্র আদি প্রমাণিত।[২৯৩]

ফজরের নামাযে সালাম ফিরার পর মাত্র একটি প্রার্থনামূলক দুআর প্রমাণ রয়েছে। তাও হাত তুলে নয়। সুতরাং নবী ﷺ নির্দেশ মতে সঠিক মুনাজাতের স্থান সালাম ফিরার পূর্বেই। আর সালাম ফিরার পর তিনি তো কেবল "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম---" বলে আর বসতেন না।[২৯৪]

মোট কথা, মুনাজাতের সঠিক স্থান হল, সালাম ফিরার আগে; সালাম ফিরার পরে নয়।[২৯৫]

দুআ মাসূরাহর পর

নামায দুই রাকআত বিশিষ্ট হলে আত্-তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ মাসূরাহ আদি পাঠ করে সালাম ফিরবে। তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট হলে কেবল আত্-তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে পূর্বের নিয়মে উঠে দণ্ডায়মান হবে।

প্রকাশ যে, প্রথম বৈঠকেও দরূদ পড়া যায়।[২৯৬]

অতঃপর নামাযী দুই হাতকে কাঁধ বা কান বরাবর তুলে বুকে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলে নিঃশব্দে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকূ করে অন্যান্য আমল শেষ করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগাবে না। অবশ্য কখনো কখনো

---

292 *(সহীহ তিরমিযী ২৭৮২, মিশকাত ৯৬৮নং)*

293 *(বুখারী ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪নং দ্রষ্টব্য)*

294 *(মুসলিম, মিশকাত ৯৬০নং)*

295 *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আসল সালাতে মুবাশশির ২য় খন্ড ১৪১-১৪৯পৃঃ))*

296 *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ ২/৩২৪, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬০-১৬৫পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ ২২৪পৃঃ)*

অন্য একটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেও পারে।[২৯৭] যেমন প্রথম দুই রাকআতে ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগানো জরুরী নয়।

অতঃপর তৃতীয় রাকআত শেষ হলে মাগরেবের নামাযে তাশাহ্হুদ ও দরূদ-দুআ পাঠ করে সালাম ফিরবে। নচেৎ দ্বিতীয় সিজদা করার পর হাল্কা একটু বসে চতুর্থ রাকআতের জন্য যথানিয়মে উঠে দাঁড়াবে এবং পূর্বের মতই হাত বুকে বেঁধে অন্যান্য আমলসহ এই রাকআতও সুসম্পন্ন করবে। শেষ সিজদার পর (তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে) এমনভাবে বসবে যাতে বাম পাছা মাটির উপর থাকে এবং বাম পায়ের পাতাকে ডান পায়ের জঙ্ঘার (রলার) নিচের দিকে বিছিয়ে দেবে।[২৯৮] ডান পায়ের পাতাকে খাড়া। রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে। বাম হাটুকে বাম করতলের গ্রাস বানাবে এবং ডান হাতের প্রকোষ্ঠ (রলা)কে ডান জঙ্ঘার (পায়ের রলার) উপর না রেখে উরুর উপর রাখবে।[২৯৯]আঙ্গুল ও দৃষ্টিকে যথানিয়মে রেখে ইশারা করা ও হিলাবার সাথে সাথে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ আদি পাঠ করবে এবং সবশেষে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

'আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।'

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

অতঃপর বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরবে।[৩০০] কখনো-কখনো এর সাথে 'অ বারাকা-তুহ্'ও যোগ করবে।[৩০১]আবার বাঁ দিকে সালাম ফিরায় কেবল 'আস্‌সালা-মু আলাইকুম' বলাও যথেষ্ট হবে।[৩০২]

এই সালাম ফিরার সাথে সাথেই নামায শেষ হয়ে যায়। প্রকাশ যে, মহিলারাও পুরুষদের মতই একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করবে।[৩০৩]

---

297 *(বুখারী, মুসলিম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১১৩ ও ১৭৮ পৃঃ)*
298 *(বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)*
299 *(আবু দাউদ, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৫৭পৃঃ, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, ঐ ১৮১পৃঃ)*
300 *(মুসলিম, মিশকাত ৯৪৩নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৯৫০নং)*
301 *(আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৮৭/২, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব ২/২১৯, আবু ইয়ালা ৩/১২/৫২, ত্বাবারানী, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮৭পৃঃ)*
302 *(নাসাঈ, আহমাদ, সিরাজ ঐ ১৮৮পৃঃ)*
303 *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৭৫/২, ঐ ১৮৯পৃঃ)*

ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর যিকর

অতঃপর সশব্দে 'আল্লা-হু আকবার' বলে।[৩০৪]

১. أَسْتَغْفِرُ اللهَ আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার বলবে।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব![৩০৫]

অতঃপর ইমাম হলে কখনো বা ডান দিকে,[৩০৬] কখনো বা বাম দিকে মুক্তাদীদের প্রতি ঘুরে বসবেন।[৩০৭] আর একাকী বা মুক্তাদী হলে কেবলামুখে বসেই নিম্নের যিক্‌র ও অযীফাহ পাঠ করবে ঃ-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।[৩০৮]

اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

---

304 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৫৯নং)*
305 *(মুসলিম ১/৪১৪, মিশকাত ৯৬০, ৯৬১নং)*
306 *(মুসলিম,মিশকাত ৯৪৫নং)*
307 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৪৬ নং)*
308 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৬২নং)*

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।[৩০৯]

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইলা বিল্লা-হ।

অর্থঃ- আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্লু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে।[৩১০]

سُبْحَانَ اللهِ সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। اَللهُ أَكْبَرُ আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

---

309 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৬২ নং)*

310 *(মুসলিম, মিশকাত ৯৬৩নং)*

আর ১০০ পূরণ করার জন্য উপরোক্ত ৩নং দুআ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়।[৩১১]

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না করে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়।[৩১২]

সুরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস ১ বার করে[৩১৩]

﴿اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

উচ্চারণঃ- আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামাওয়াতি অমা ফিল আরয্। মান যাল্লাযী য়্যাশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহ। য়্যা'লামু মা বাইনা আইদীহিম অমা খালফাহুম। অলা য়্যুহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ। অসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি অল আরয্। অলা য়্যাউদুহু হিফযুহুমা অহুয়াল আলীয়্যুল আযীম।

প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না।

অর্থঃ- আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা

---

311 *(আহমাদ ২/৩৭১, মুসলিম ১/৪১৮, মিশকাত ৯৬৭নং)*

312 *(সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)*

313 *(আবু দাউদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)*

তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،

يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।[৩১৪]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَّرِزْقاً طَيِّباً وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়।[৩১৫]

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

---

314 *(সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ)*

315 *(সহীহ ইবনে মাজাহ১/১৫২, ত্বাবা সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ১০/১১১)*

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে।[৩১৬]

এরপর সম্ভব হলে সুন্নত আদি পড়বে।[৩১৭] অথবা সুন্নত না থাকলে কার্যান্তরে গমন করবে। প্রকাশ যে, সুন্নত ও নফল নামায স্বগৃহে পড়াটাই উত্তম।[৩১৮]

ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী মোনাজাত বিদ্‌আত। অবশ্য নফল নামাযের পর একাকী হাত তুলে কখনো কখনো দুআ করায় কোন বাধা নেই। তবে নফল নামাযের পরেও হাত তুলে দুআ করার প্রমাণ কোন হাদীসে নেই। তবে হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে সাধারণ হাদীসসমূহের উপর আমল করে, অভ্যাসগতভাবে জরুরী না ভেবে, আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হয়ে কখনো কখনো হাত তুলে দুআ করা যায়।[৩১৯]

নারী-পুরুষের নামাযের পদ্ধতি একই

পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি একই প্রকার। সুতরাং মহিলাও ঐরূপ একই তরীকায় নামায পড়বে, যেরূপ ও যে তরীকায় পুরুষ পড়ে থাকে। কারণ, (নারী-পুরুষ উভয় জাতির) উম্মতকে সম্বোধন করে রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেইরূপ নামায পড়, যেরূপ আমাকে পড়তে দেখেছ।"[৩২০] আর উভয়ের নামায পৃথক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীলও নেই।

সুতরাং যে আদেশ শরীয়ত পুরুষদেরকে করেছে, সে আদেশ

316 *(সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ)*
317 *(মুসলিম ৮৮৩, মিশকাত ১১৮৬নং)*
318 *(বুখারী ৭৩১, মুসলিম ৭৮১নং, আবু দাঊদ তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ১১৮২নং)*
319 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/৫৫, ২০/১৪৭, ২৪/৭০, ৯২)*
320 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮৩নং)*

মহিলাদের জন্যও এবং যে সাধারণ আদেশ মহিলাদেরকে করেছে তাও পুরুষদের ক্ষেত্রে পালনীয় -যদি বিশেষ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার দলীল না থাকে। যেমন, "যারা সতী মহিলাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের জন্য শাস্তি হল ৮০ কোড়া---।" *(কুঃ ২৪/৪)* পরন্তু যদি কেউ কোন সৎ পুরুষকে অনুরূপ অপবাদ দেয়, তবে তার জন্যও ঐ একই শাস্তি প্রযোজ্য।

সুতরাং মহিলারাও তাদের নামাযে পুরুষদের মতই হাত তুলবে, পিঠ লম্বা করে রুকূ করবে, সিজদায় জানু হতে পেট ও পায়ের রলাকে দূরে রেখে পিঠ সোজা করে সিজদাহ করবে। তাশাহহুদেও সেইরূপ বসবে, যেরূপ পুরুষরা বসে। উম্মে দারদা (রাঃ) তাঁর নামাযে পুরুষের মতই বসতেন। আর তিনি একজন ফকীহা ছিলেন।[৩২১] আর মহিলাদের জড়সড় হয়ে সিজদাহ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়।[৩২২] এ জন্যই ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) বলেন, 'নামাযে মহিলা ঐরূপই করবে, যেরূপ পুরুষ করে থাকে।'[৩২৩]

পক্ষান্তরে দলীলের ভিত্তিতেই নামাযের কিছু ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের থেকে ভিন্নরূপ আমল করে থাকে। যেমনঃ-

১। বেগানা পুরুষ আশে-পাশে থাকলে (জেহরী নামাযে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না।[৩২৪] যেমন সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে নামায পড়বে। তাছাড়া একাকিনী হলেও তার লেবাসে বিভিন্ন পার্থক্য আছে।

২। মহিলা মহিলাদের ইমামতি করলে পুরুষদের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে।

মহিলা মহিলা নামাযীদের ইমামতি করতে পারে। উম্মে অরাকাহ বিন নাওফাল (রাঃ) মহানবী ﷺ-এর নির্দেশমতে তাঁর পরিবারের মহিলাদের ইমামতি করতেন।[৩২৫]

---

321 *(আত্-তারীখুস স্বাগীর, বুখারী ৯৫পৃঃ, বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৩৫৫)*

322 *(সিযঃ ২৬৫২ নং)*

323 *(ইবনু আবী শাইবাহ, সিসানঃ ১৮৯পৃঃ)*

324 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ৩/৩০৪)*

325 *(আবু দাউদ ৫৯১-৫৯২নং)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে মহিলা ইমাম মহিলাদের কাতার ছেড়ে পুরুষের মত সামনে একাকিনী দাঁড়াবে না। বরং কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে।[৩২৬] আশেপাশে বেগানা পুরুষ না থাকলে সশব্দে তকবীর ও কিরাআত পড়বে।[৩২৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কোন পুরুষ কেবল মহিলা জামাআতের ইমামতি করতে পারে। তবে শর্ত হল, মহিলা যেন এগানা হয়, নচেৎ বেগানা হলে' যেন একা না হয়, পরিপূর্ণ পর্দার সাথে একাধিক থাকে এবং কোন প্রকার ফিতনার ভয় না থাকে অথবা তার সঙ্গে যেন কোন এগানা মহিলা বা অন্য পুরুষ থাকে।[৩২৮]

একদা ক্বারী সাহাবী হযরত্ উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! গতরাত্রে আমি একটি (অস্বাভাবিক) কাজ করেছি।' তিনি বললেন, "সেটা কি?" উবাই বললেন, 'কিছু মহিলা আমার ঘরে জমা হয়ে বলল, আপনি (ভালো ও বেশী) কুরআন পড়তে পারেন, আমরা পারি না। অতএব আপনি আজ আমাদের ইমামতি করেন। তাদের এই অনুরোধে আমি তাদেরকে নিয়ে ৮ রাকআত এবং বিতর পড়েছি।' এ কথা শুনে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) চুপ থাকলেন। অর্থাৎ তাঁর এই নীরব থাকা এ ব্যাপারে তাঁর মৌনসম্মতি হয়ে গেল।[৩২৯]

পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য মহিলার ইমামতি বৈধ ও শুদ্ধ নয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "সে জাতি কোন দিন সফল হবে না, যে জাতি তাদের কর্মভার একজন মহিলাকে সমর্পণ করবে।"[৩৩০]

বলা বাহুল্য, মহিলা যত বড়ই যোগ্য হোক, মুক্তাদী নিজের ছেলে হোক অথবা অন্য কেউ হোক, স্বামী জাহেল এবং স্ত্রী কুরআনের হাফেয হোক তবুও কোন ক্ষেত্রেই মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারে না। এটি পুরুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।[৩৩১]

---

326 *(আব্দুর রায্‌যাক, মুহাল্লা ৩/১৭১-১৭৩)*
327 *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৩০/১১৩)*
328 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ৪/৩৫২)*
329 *(ত্বাবারানী, আবু ইয়ালা)*
330 *(বুখারী, তিরমিযী, বাইহাকী)*
331 *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/৩৮২)*

৩। ইমামের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলা পুরুষের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে হাততালি দেবে।

নামাযী নামাযে রত আছে এ কথা জানাতে অথবা ইমাম নামাযে কিছু ভুল করলে তার উপর তাঁকে সতর্ক করতে পুরুষদের জন্য 'সুবহা-নাল্লাহ' বলা এবং মহিলাদের জন্য হাততালি দেওয়া বিধেয়।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের নামাযের মধ্যে (অস্বাভাবিক) কিছু ঘটে গেলে পুরুষেরা যেন 'তসবীহ' পড়ে এবং মহিলারা যেন হাততালি দেয়।"[৩৩২]

নারী এমন এক সৃষ্টি, যার রূপ, সৌরভ ও শব্দে পুরুষের মন প্রকৃতিগতভাবে চকিত হয়ে ওঠে। ফলে, যাতে নামাযের সময় তাদের মোহনীয় কণ্ঠস্বরে পুরুষরা সংকটে না পড়ে তার জন্য শরীয়তের এই বিধান। পক্ষান্তরে শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় ফিরে বেড়ায়।[৩৩৩] এবং পুরুষদের জন্য নারী হল সবচেয়ে বড় ফিতনার জিনিস।[৩৩৪]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের পৃথক জামাআত হলে এবং সেখানে কোন বেগানা পুরুষ না থাকলে হাততালি না দিয়ে তসবীহ পড়ে মহিলারা (মহিলা) ইমামকে সতর্ক করতে পারে। কারণ, তসবীহ হল নামাযের এক অংশ।[৩৩৫]

মুক্তাদীদের মধ্যেও কেউ কিছু ভুল করলে, (যেমন সিজদায় বা বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়লে) তাকেও সতর্ক করার জন্য তসবীহ ব্যবহার চলবে।[৩৩৬]

৪। মহিলা মাথার চুল বেঁধে নামায পড়তে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।

এ সব ব্যাপারে দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

অনেক মহিলা আছে, যারা মসজিদে বা বাড়িতে পুরুষদের নামায পড়া না হলে নামায পড়ে না। এটা ভুল। আযান হলে বা নামাযের সময় হলে আওয়াল অক্তে নামায পড়া মহিলারও কর্তব্য।[৩৩৭]

---

332 *(বুখারী ৬৮৪, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৯৮৮ নং)*

333 *(বুখারী ৩২৮১, মুসলিম ২১৭৫ নং)*

334 *(বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০ নং)*

335 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ৩/৩৬২-৩৬৩)*

336 *(ঐ ৩/৩৬৭-৩৬৮)*

337 *(মুত্বাসা ১৮৮-১৮৯পৃঃ)*

নামায কায়েম হবে কিভাবে?

১। এমন টাইট্-ফিট্ লেবাস পরে নামায পড়বেন না, যাতে বসা-ওঠা কষ্টকর হয়।

২। বেপর্দা মহিলারা যখন গায়ে-মাথায় কাপড় বা চাদর নিয়ে নামায পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে গরম লাগে। এতে নামাযে মন বসে না এবং যত তাড়াতাড়ি শেষ করে চাদর খুলতে পায় সেই চেষ্টা করে। সুতরাং নামাযী হওয়ার সাথে সাথে আপনি পর্দানশীন মহিলা হতে চেষ্টা করুন। যেমন ওযু করার পর 'মেক-আপ' করলে যাতে নামাযের আগে ওযু ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় ওযুতে তা নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য তাড়াতাড়ি নামায শেষ করা এবং মাথার চুল বেঁধে বা চুলে ফুল গুঁজে নামায পড়তে পড়তে চুলের ও ফুলের পারিপাট্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় বারবার ওড়নার প্রতি খেয়াল করাও নামাযে অমনোযোগিতার দলীল।

৩। পরনে এমন ওড়না, কাপড়, শাল, চাদর, বা শাড়ি হতে হবে, যেন নামাযের অবস্থায় তা বারবার পড়ে না যায়। নচেৎ, সোজা করতে করতেই নামায শেষ হবে অথচ নামাযে মন থাকার পরিবর্তে মন থাকবে কাপড় পড়ার দিকে। পক্ষান্তরে যদি মহিলাদের মাথা, বুক, পেট অথবা হাত বা পায়ের রলা থেকে কাপড় সরে যায়, তাহলে তো মূলে নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা জরুরী।

৪। কোন লটকে রাখা কাজ বন্ধ করে - যেমন চুলোর উপর হাঁড়ি রেখে নামায পড়বেন না। কারণ, এ অবস্থায় নামাযে মন না থেকে মন পড়ে থাকবে ঐ চুলোর হাঁড়ির উপরেই। পাছে উল্টে না যায় বা পুড়ে না যায়, ইত্যাদি।

৫। সম্ভব হলে এমন স্থানে নামায পড়ুন, যেখানে খুব গরম আপনাকে অতিষ্ঠ করবে না এবং খুব শীতও আপনাকে কাতর করে ফেলবে না। অনুরূপ যে স্থানে হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি বা গোলমাল-গণ্ডগোলের ফলে আপনার নামাযে একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটে, সে স্থানে নামায পড়বেন না।[৩৩৮]

338 *(বিস্তারিত দেখুন ঃ সালাতে মুবাশ্শির)*

নামাযে যা বৈধ

ছেলে কাঁদলে প্রয়োজনে তাকে কোলে নিয়ে নামায পড়া যায়।

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ ইমামতি করতেন, আর আবুল আসের শিশুকন্যা তাঁর কাঁধে থাকত। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করতেন, তখন তাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। পুনরায় যখন সিজদাহ থেকে উঠতেন, তখন আবার কাঁধে তুলে নিতেন[৩৩৯]

শিশুদের ঝগড়া থামানো যায়।

একদা বানী মুত্তালিবের দু'টি ছোট্ট মেয়ে মারামারি করতে করতে মহানবী ﷺ এর সামনে এসে তাঁর হাঁটু ধরে ফেলল। তিনি নামায পড়ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি উভয়কে দু'দিকে সরিয়ে দিলেন।[৩৪০]

নামায যাতে বাতিল হয়

এমন বহু কর্ম আছে, যা নামাযের ভিতরে করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। সে সব কর্মের কিছু নিম্নরূপঃ-

১. অপ্রয়োজনে নামাযের ভিতর এত বেশী নড়া-সরা বা চলা-ফেরা করা যাতে অন্য কেউ দেখলে এই মনে করে যে, সে নামায পড়ে নি।[৩৪১] কারণ, কথা বলার মত নামাযের বহির্ভূত অন্যান্য কর্ম করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, "--- আর তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।" *(সূরা বাকারাহ ২/২৩৮)*

২. নামাযের কোন রুকন বা শর্ত ত্যাগ করাঃ-

ধীর-স্থিরভাবে নামায না পড়ার কারণে মহানবী ﷺ নামায ভুলকারী সাহাবাকে তিন-তিনবার ফিরিয়ে নামায পড়তে আদেশ করেছিলেন।[৩৪২] কারণ, ধীর-স্থির ও শান্তভাবে নামায পড়া নামাযের এক রুক্‌ন ও ফরয। যা ত্যাগ করার পর সহু সিজদাহ করলেও সংশোধন হয় না।

---

339 *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৮৪ নং)*

340 *(আবু দাউদ ৭১৬, ৭১৭, সহীহ নাসাঈ ৭২৭ নং)*

341 *(আল মারআতুল মুসলিমাহ ৩/৩৫২-৩৫৩)*

342 *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ, মিশকাত ৭৯০ নং)*

অনুরূপ সূরা ফাতিহা, রুকূ, কোন সিজদাহ, সালাম বা অন্য কোন রুক্ন ত্যাগ করলে নামাযই হয় না। অবশ্য প্রয়োজনের চাপে কিছু অবস্থা ব্যতিক্রমও আছে, যাতে দু-একটি রুক্ন (যেমন কিয়াম, সূরা ফাতিহা) বাদ গেলেও নামায হয়ে যায়। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নাপাক হয়ে যায়, সে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না।"[৩৪৩] "পবিত্রতা বিনা নামাযই কবুল হয় না।"[৩৪৪]

সুতরাং নামায পড়তে পড়তে কারো ওযু ভেঙ্গে গেলে তার নামায বাতিল। নামায ত্যাগ করে পুনরায় ওযূ করে এসে নতুনভাবে নামায পড়তে হবে।[৩৪৫]

অবশ্য ওযূ ভাঙ্গার নিছক সন্দেহের কারণে নামায বাতিল হয় না। নিশ্চিতরূপে ওযূ নষ্ট হওয়ার কথা না জানা গেলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, " (নামাযে হাওয়া বের হওয়ার সন্দেহ হলে) শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন নামায ত্যাগ না করে।"[৩৪৬]

নামায পড়তে পড়তে শরমগাহ বের হয়ে পড়লে, মহিলাদের পেট, পিঠ, হাতের বাজু, চুল ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়লে (তা কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পাক্ অথবা না পাক্) নামায বাতিল হয়ে যায়।

নামায পড়তে থাকা কালে কাপড়ে বীর্য (স্বপ্নদোষের) চিহ্ন অথবা (মহিলা) মাসিকের দাগ দেখলে নামায ত্যাগ করা জরুরী।

নামায অবস্থায় দেহ বা লেবাসের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকতে নজর পড়লে যদি তা সত্বর দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে তা দূর করে নামায হয়ে যাবে। যেমন অতিরিক্ত লেবাসে; অর্থাৎ টুপী, রুমাল, গামছা বা পাগড়ী অথবা জুতায় নাপাকী দেখলে এবং সত্বর তা খুলে ফেলে দিলে নামায শুদ্ধ।

---

343 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩০০নং)*

344 *(মুসলিম, মিশকাত ৩০১নং)*

345 *(আবু দাউদ, হাকেম, মিশকাত ১০০৭ নং)*

346 *(বুখারী ১৩৭নং, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

একদা নামায পড়তে পড়তে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) মারফৎ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ পেলে তিনি তা খুলে ফেলে নামায সম্পন্ন করেছিলেন।[৩৪৭]

সত্বর খোলা সম্ভব না হলে অথবা পূর্ণ লেবাস পরিবর্তন করা দরকার হলে নামায ত্যাগ করে পবিত্র লেবাস পরে পুনরায় নামায পড়তে হবে।[৩৪৮]

কারো নামায পড়ার পর যদি মনে পড়ে যে সে বিনা ওযূতে নামায পড়েছে, অথবা কাপড়ে (নিজের) বীর্য (স্বপ্নদোষ) বা (মহিলা) মাসিকের চিহ্ন দেখে, তাহলে নামায শুদ্ধ হয় নি। যথা নিয়মে পবিত্র হওয়ার পর সে নামায পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, দেহ নাপাক রেখে নামাযই হয় না।

পক্ষান্তরে নামায পড়ার পর যদি দেখে, কাপড়ে প্রস্রাব, পায়খানা বা অন্য কোন নাপাকী লেগে আছে; অর্থাৎ সে তা নিয়েই নামায পড়েছে, তাহলে না জানার কারণে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না। কারণ, বাইরের কাপড়ে (অনুরূপ কোন অঙ্গে) নাপাকী লেগে থাকলেও তার দেহ আসলে পাক ছিল।[৩৪৯]

৪. জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলাঃ-

৫. পানাহার করাঃ-

৬. হাসাঃ-

হাসলেও অনুরূপ কারণে নামায বাতিল পরিগণিত হয়।[৩৫০] অবশ্য কোন হাস্যকর জিনিস দেখে অথবা হাস্যকর কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে না পেরে যদি কেউ মুচকি হাসি (শব্দ না করে) হেসে ফেলে, তাহলে তার নামায বাতিল হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, নামাযীকে হাসাবার চেষ্টা করা তথা তার নামায নষ্ট করার কাজ শয়তানের। কোন মুসলিম মানুষের এ কাজ হওয়া উচিত নয়।

---

347 *(আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৭৬৬ নং)*

348 *(আল- ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়্যাহ ১/২৮৯)*

349 *(আল- ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়্যাহ ১/১৯৮, ২৯৮)*

350 *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৪০, ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১৩০ পৃঃ)*

কার নামায কবুল নয়?

কিছু নামাযী আছে, যারা নামায তো পড়ে; কিন্তু তাদের নামায আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কবুল ও গৃহীত হয় না। নামাযী অথবা নামাযের অবস্থা দেখে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না। এমন কতকগুলি নামাযী নিম্নরূপঃ-

১. পলাতক ক্রীতদাস ঃ

২. এমন স্ত্রী, যার স্বামী তার উপর রাগ করে আছে। স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা খোশ রাখবে, তার (ভালো কথা ও কাজে) আনুগত্য করবে, তার সব কথা মেনে চলবে, যৌনসুখ দিয়ে তাকে সর্বদা তৃপ্ত রাখবে, কোন বিষয়ে রাগ হলে তা সত্বর মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সব কিছুতে তাকে সন্তুষ্ট রাখবে -এটাই হল স্ত্রীর ধর্ম। মহানবী ﷺ বলেন, তোমাদের (সেই) স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে, যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বারবার ভুল করে বারবার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজী (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।"[৩৫১]

কিন্তু এমন বহু মহিলা আছে, যারা তাদের স্বামীর খেয়ে-পরেও এমন রাগ-রোষকে পরোয়া করে না। নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী স্বামীর সংসারেও পরম স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করতে গিয়ে স্বামীকে নারাজ রাখে। ফলে বিশ্বস্বামীও নারাজ হন এবং সেই স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী স্বামীকে খোশ করার আগে নামায পড়লেও সে নামাযে তিনি খোশ হন না। কারণ, 'হুকূকুল ইবাদ' আদায় না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ বান্দার তাওবাতে সন্তুষ্ট হন না। যার প্রতি অন্যায় করা হয়, তার নিকট আগে ক্ষমা পেলে তবেই মহান আল্লাহ ক্ষমা করেন। নচেৎ না।

৩. এমন লোক শুধু কারো বিনা অনুমতি ও আদেশেই কারো জানাযা পড়ায় (ইমামতি করে).

মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার

[351] *(আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৭ নং)*

উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্যা না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।"[৩৫২]

৪. এমন লোক, যে কোন গণকের কাছে ভাগ্য ও ভবিষ্যত জানার আশায় গণককে 'ইলমে গায়বের মালিক' মনে করে হাত দেখায়.

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোন (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।"[৩৫৩]

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।"[৩৫৪]

৫. শারাবী, মদ্যপায়ী ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মদ পান করবে, আল্লাহ তার ৪০ দিন নামায কবুল করবেন না।"[৩৫৫]

৬. এমন নামাযী, যে নামায পড়ে কিন্তু নামায চুরি করে, দায় সারা করে পড়ে। ঠিকমত রুকূ-সিজদাহ করে না। রুকূতে স্থির হয় না, সিজদায় স্থির থাকে না। কোমর বাঁকানো মাত্র তুলে নেয়। 'সু-সু-সু' করে দুআ পড়ে চট্‌পট্‌ উঠে যায়! কারো কোমর ঠিকমত বাঁকে না। মাথা উঁচু করেই রুকূ করে। কারো সিজদার সময় নাক মুসাল্লায় স্পর্শ করে না। কারো পা দু'টি উপর দিকে পাল্লায় হাল্কা হওয়ার মত উঠে যায়। কেউ রুকূ ও সিজদার মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। হাফ দাঁড়িয়ে সিজদায় যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "হে মুসলিম দল! সে ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাতে নিজ পিঠ সোজা করে না।"[৩৫৬]

---

352 *(তিরমিযী, ত্বাবা, হাকেম, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮, ৬৫০নং)*

353 *(মুসলিম ২২৩০নং)*

354 *(আহমদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৯৩৯নং)*

355 *(নাসাঈ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৭৭১৭ নং)*

356 *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনু খাযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৫২৪ নং)*

"আল্লাহ সেই বান্দার নামাযের দিকে তাকিয়েও দেখেন না, যে রুকূ ও সিজদার মাঝে নিজ পিঠকে সোজা করে (দাঁড়ায়) না।"[৩৫৭]

"মানুষ ৬০ বছর ধরে নামায পড়ে, অথচ তার একটি নামাযও কবুল হয় না! কারণ, হয়তো বা সে রুকূ পূর্ণরূপে করে, কিন্তু সিজদাহ পূর্ণরূপে করে না। অথবা সিজদাহ পূর্ণরূপে করে, কিন্তু রুকূ ঠিকমত করে না।"[৩৫৮]

"নামায ৩ ভাগে বিভক্ত; এক তৃতীয়াংশ পবিত্রতা, এক তৃতীয়াংশ রুকূ এবং আর এক তৃতীয়াংশ হল সিজদাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে আদায় করবে, তার নিকট থেকে তা কবুল করা হবে এবং তার অন্যান্য সমস্ত আমলও কবুল করা হবে। আর যার নামায রদ্দ করা হবে, তার অন্য সকল আমলকে রদ্দ্ করে দেওয়া হবে।"[৩৫৯]

৭। আযান শুনেও যে নামাযী বিনা ওজরে মসজিদের জামাআতে নামায পড়ে না।

৮। এমন মহিলা, যে আতর বা সেন্ট মেখে মসজিদের জন্য বের হয়:

এমন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত না নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।[৩৬০]

৯. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

১০। দান করে যে দানের কথায় গর্বভরে প্রচার করে বেড়ায়।

১১। তকদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি।[৩৬১]

১২। পরের বাপকে যে নিজের বাপ বলে দাবী করে।[৩৬২]

১৩। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করে এবং তাতে সে গর্ববোধ করে ও খুশী হয়।[৩৬৩]

১৪। খুনের বদলে খুনের বদলা নিতে যে ব্যক্তি (শাসনকর্তৃপক্ষকে)

---

[357] *(আহমাদ ৪/২২, ত্বাবা, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৫২৫, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৫৩৬ নং)*

[358] *(আসবাহানী, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৫৩৫ নং)*

[359] *(বাযযার, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৫৩৭ নং)*

[360] *(ইবনে মাজাহ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ২৭০৩ নং)*

[361] *(ত্বাবারানী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৩০৬৫ নং)*

[362] *(বুখারী, মুসলিম)*

[363] *(বাইহাকী ৮/২১, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৬৪৫৪ নং)*

বাধা দেয়।[৩৬৪]

১৫। যে ব্যক্তি মদীনায় কোন বিদআত কাজ করে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। অথবা কোন দুষ্কর্ম করে বা দুষ্কৃতীকে আশ্রয় দেয়।

১৬। যে ব্যক্তি মুসলিমদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে।[৩৬৫]

উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কোন ফরয-নফল নামায ও ইবাদতই (অথবা তওবা ও মুক্তিপণ কিয়ামতে) কবুল করা হবে না।

জামাআতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

(ঈদের নামায ছাড়া অন্য নামাযের জন্য) মহিলাদের মসজিদের জামাআতে শামিল হওয়ার চাইতে স্বগৃহে; বরং গৃহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অন্দর মহলে নামায পড়াই হল উত্তম। মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।"[৩৬৬]

তিনি বলেন, "মহিলা স্বগৃহে থেকে তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।"[৩৬৭]

ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "মহিলা তার ঘরে থেকে রবের ইবাদত করার মত ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।"[৩৬৮]

তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমাদের খাস কক্ষের নামায সাধারণ কক্ষে নামায অপেক্ষা উত্তম, তোমাদের সাধারণ কক্ষের নামায বাড়ির ভিতরে কোন জায়গায় নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের বাড়ির ভিতরের নামায মসজিদে জামাআতে নামায অপেক্ষা উত্তম।"[৩৬৯]

উল্লেখ্য যে, সাহাবিয়া উম্মে হুমাইদ উক্ত হাদীস শোনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর বাড়ির সব চাইতে অধিক অন্দর ও অন্ধকার কামরাতে নামায পড়েছেন।

---

364 *(আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৬৪৫১ নং)*

365 *(বুখারী, মুসলিম ১৩৭০ নং)*

366 *(আহমাদ, হাকেম ১/২০৯, বাইহাকী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৩৩২৭নং)*

367 *(ইবনু খাযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৩৩৯, ৩৪১নং)*

368 *(ত্বাবঃ, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৩৪২নং)*

369 *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৩৮৪৪নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা হল গোপনীয় জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।"[৩৭০]

এ তো ইবলীস জিনের কথা। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের দ্বীনহীন যুবকদল; যারা মহিলার জন্য হাজার শয়তান অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর, তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে গোপনে থাকা নারীর একান্ত কর্তব্য।

তবে যদি সে একান্ত মসজিদের জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়তে চায়, তাহলে তাতে অনুমতি আছে। অবশ্য এর জন্য কয়েকটি শর্ত আছে ঃ

১. মসজিদের পথে যেন (লম্পটদের) কোন অশুভ ফিতনার আশঙ্কা না থাকে।

২. মহিলা যেন সাদাসিধাভাবে পর্দার সাথে আসে। অর্থাৎ, সেজেগুজে প্রসাধন-সেন্দট্ লাগিয়ে না আসে। এমন অলঙ্কার পরে না আসে যাতে কোন প্রকার বাজনা সৃষ্টি হয়। (নামাযীর লেবাস দ্রষ্টব্য।)

৩. এতে যেন তার স্বামীর অনুমতি থাকে।

স্বামীর জন্যও উচিত, যদি তার স্ত্রী মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তাহলে তাকে বাধা না দেওয়া। সাহাবাদের মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মুমিন মহিলারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্য দেহে চাদর জড়িয়ে হাযির হত। অতঃপর নামায শেষ হলে তারা নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেত, আবছা অন্ধকারে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।'[৩৭১]

পরন্তু এতে মসজিদের দর্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার উপকারিতাও রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে রাত্রে মসজিদে আসার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।"[৩৭২]

---

[370] *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনু খাযাইমাহ, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

[371] *(বুখারী ৫৭৮,মুসলিম, আবু দাউদ ৪২৩, তিরমিযী ১৫৩, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৬৬৯নং)*

[372] *(বুখারী, মুসলিম,আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

"আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, যদিও তাদের ঘরই তাদের জন্য ভালো।"[৩৭৩]

"আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।"[৩৭৪]

একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنهما) বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মহিলারা যদি মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তাহলে তাদেরকে বাধা দিও না।" এ হাদীস শোনার পর তাঁর ছেলে বিলাল বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।' এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ তার মুখোমুখি হয়ে এমন গালি দিলেন, যেমনটি আর কোনদিন শোনা যায়নি। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোকে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে খবর দিচ্ছি। আর তুই বলিস্, 'আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।'[৩৭৫]

অবশ্য সত্যপক্ষে ফিতনা, নজরবাজি বা নষ্টিফষ্টির আশঙ্কা থাকলে অথবা মহিলা সেজেগুজে বেপর্দায় কিংবা সেন্দট্ ব্যবহার করে যেতে চাইলে অভিভাবক বা স্বামী তাকে অনুমতি দেবে না।

অনুরূপভাবে যে মহিলারা জামাআতে হাযির হবে, তাদের জন্য জরুরী এই যে, তারা পুরুষদের ইমামের সালাম ফেরা মাত্র উঠে বাড়ি রওনা দেবে। যাতে পুরুষদের সাথে মসজিদের দরজায় বা পথে কোন প্রকার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়। হযরত উম্মে সালামাহ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে মহিলারা যখন ফরয নামাযের সালাম ফিরত, তখন তারা উঠে চলে যেত। আর রসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে অন্যান্য নামাযীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল উঠে গেলে পুরুষরা উঠে যেত।'[৩৭৬]

---

373 *(আহমাদ, আবু দাউদ ৫৬৭, হাকেম, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৭৪৫৮নং)*

374 *(আহমাদ, আবু দাউদ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর ৭৪৫৭নং)*

375 *(মুসলিম ৪৪২নং)*

376 *(বুখারী ৮৬৬, ৮৭০নং)*

অবশ্য মহিলাদের পর্দাযুক্ত পৃথক মুসাল্লা ও পৃথক দরজা হলে সালাম ফেরামাত্র সত্বর উঠে যাওয়া জরুরী নয়।[৩৭৭]

প্রকাশ যে, মহিলা সঙ্গে তার ছোট শিশুকেও মসজিদে আনতে পারে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মসজিদের কোন জিনিস, কুরআন, পবিত্রতা আদি নষ্ট এবং নামাযীদের কোন প্রকার ডিষ্টার্ব না করে।

মুক্তাদী একজন মহিলা হলে (সে নিজের স্ত্রী হলেও) ইমাম (স্বামীর) পাশাপাশি বরাবর না দাঁড়িয়ে তার পিছনে দাঁড়াবে।[৩৭৮]

মুক্তাদী দুই বা ততোধিক পুরুষ হলে এবং একজন মহিলা হলে, ইমামের পিছনে পুরুষরা কাতার বাঁধবে এবং মহিলা সবশেষে একা দাঁড়াবে।

একদা হযরত আনাস -এর ঘরে আল্লাহর রসূল ইমামতি করেন। আনাস ও তাঁর ঘরের এক এতীম দাঁড়ান নবী -এর পিছে এবং তাঁর আম্মা দাঁড়ান তাঁদের পিছে (একা)।[৩৭৯]

মুক্তাদী একজন শিশু ও একজন বা একাধিক পুরুষ হলে শিশুও পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে দাঁড়াবে।

মুক্তাদী দুই বা দুয়ের অধিক পুরুষ, শিশু ও মহিলা হলে, ইমামের পিছনে পুরুষরা, অতঃপর শিশুরা এবং সবশেষে মহিলারা কাতার বাঁধবে।

মহানবী বলেন, "পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।"[৩৮০]

প্রকাশ থাকে যে, শিশু ছেলেদের পৃথক কাতার করার কোন সহীহ দলীল নেই। তাই শিশু ছেলেরাও পুরুষদের সঙ্গে কাতার করতে পারে।[৩৮১]

---

377 *(জামিউ আহকামিন নিসা ১/২৮৭)*

378 *(আদাবুয যিফাফ, আলবানী ৯৬পৃঃ দ্রঃ)*

379 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১০৮-১১০৯নং)*

380 *(মুসলিম, আহমাদ, সুআঃ, মিশকাত ১০৯২নং)*

381 *(তামামুল মিন্নাহ ২৮৪পৃঃ)*

ইসলামে রমণীর মান ও নারী-শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে মেয়েদের কোন কদর ছিল না, তাদের তেমন কোন অধিকার ছিল না, মীরাসে তাদের কোন অংশ ছিল না। সে যুগে শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ঘরে মেয়ে জন্ম নিলে ঘর-ওয়ালা লজ্জাবোধ করত। লোকের সামনে মুখ দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করত। শরমে মনে হতো যেন সে মাটির তলায় তলিয়ে যায়। দুঃখে, রাগে ও ক্ষোভে চেহারা কালো হয়ে যেত!

ইসলাম এল এবং রমণীর মান ফিরিয়ে দিল। নারীকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করল। যত বড়ই মহাপুরুষ হোক, তার জন্মদাত্রী হল একজন নারী, আর সে হল তাঁর মা। সেই মায়ের পায়ের তলায় তাঁর বেহেশ্ত নির্ধারিত করা হল।

দুনিয়াতে এমন কোন মহাপুরুষ নেই, যার পিছনে কোন নারীর কৃতিত্ব নেই। নারী হল পুরুষের সহোদরা। নারীর যথার্থ ও ন্যায় সংগত অধিকার আছে ইসলামে। এই পৃথিবীর সুখের সংসার উদ্যানে নারী হল সুশোভিত পুষ্পমালার সৌন্দর্য ও সৌরভ। এ চলমান সংসার গাড়ির দুই চাকার একটি চাকা হল নারী। এ আলোময় উজ্জ্বল পৃথিবীর আলো দানে দুটি বৈদ্যুতিক তারের একটি হল নারী।

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।--
এ জগতে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।--
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।”

নারীর কদর করেছে ইসলাম। নারীর মর্যাদা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। পূর্ণ কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি সূরার নামই হল 'নিসা' (রমণীগণ)। আরো একটি সূরার নামকরণ হয়েছে নারীরই নাম দ্বারা, যাকে সূরা মারয়্যাম বলা হয়। নারীকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা মুজাদালাহ, মুমতাহিনাহ, ত্বালাক্ব, তাহরীম প্রভৃতি। সাত আসমানের উপর থেকে খাওলা নামক মহিলার বাদানুবাদ ও ফরিয়াদ শুনে মহান আল্লাহ তাঁর শানে সূরা অবতীর্ণ করেছেন।

ইসলামী ইতিহাসে মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কত নারী ছিলেন ফকীহা, মুহাদ্দিসাহ, আলেমাহ, আবেদাহ, কবি ও লেখিকা। কে না জানে বিবি আসিয়া ও মরিয়মের কথা? কে না মানে মা খাদীজা, আয়েশা ও অন্যান্য মহিয়সীদের কৃতিত্ব?

একটি নারী হল পুরুষের বোন, পুরুষের কন্যা। নারীকে আল্লাহ পুরুষের জন্য শান্তিদাত্রী করে সৃষ্টি করেছেন। নারীর সৃষ্টি-বৈচিত্রে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। *(আর্ রূম ৩০/২১)*

নারীর প্রতি যত্ন নিতে ইসলাম পুরুষকে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে। শিশুকন্যাকে প্রতিপালন করার বিরাট সওয়াব ঘোষণা করে।

মহানবী বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।"[৩৮২]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খণ্ডে ভাগ করে তার দু'টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।"[৩৮৩]

জাহেলী যুগের মত আজও অনেক মানুষের কাছে কন্যাসন্তান অবহেলিতা, বঞ্চিতা ও অবাঞ্ছিতা। যেহেতু নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং অধিকাংশ সময়ে সে কোন না কোন পুরুষের মুখাপেক্ষিণী, সেহেতু ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতি সুনজর দিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তার প্রতি যত্ন নেওয়াতে বৃহৎ প্রতিদান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইসলাম নারীর প্রতি সদয় ও মঙ্গলকামী হতে পুরুষকে আদেশ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾

382 (আহমাদ ৩/১৪৭-১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)

383 (বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)

"আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সহিত সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

(সূরা নিসা১৯)

মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না বাসে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।"[৩৮৪]

তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।"[৩৮৫]

তিনি আরো বলেন, "তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। --- তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।"[৩৮৬]

বিদায়ী হজ্জের ভাষণেও তিনি নারী সম্পর্কে সতর্ক করে পুরুষকে বিশেষ অসিয়ত করে যান।

সুন্দর সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা কোন উদ্ধত ছাড়া অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। নারী হল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। নারী হল সন্তানের পালয়িত্রী। নারী হল সমাজের অর্ধাংশ। অন্য অর্ধাংশের জন্মদাত্রী হল নারীই। সুতরাং নারীই হল পূর্ণ সমাজ। নারী হল শিশুদের প্রথম মাদ্রাসা ও স্কুল এবং মহা বিশ্ববিদ্যালয়।

মায়ের হাতেই গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

'আমাকে একটি শিক্ষিতা মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব।' আমাকে একটি দ্বীনী-শিক্ষিতা মা দিন, আমি আপনাকে একটি সুসভ্য সমাজ দেব। আসলে মায়ের শিক্ষার সাথে সন্তানের শিক্ষার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ট, অনেক নিবিড়।

---

384 *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*
385 *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)*
386 *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮নং)*

নারীর হাতে তা'লীম ও তারবিয়াতের প্রথম ভূমিকা রয়েছে। আর **আমাদের** মহানবী ﷺ প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) জন্য জ্ঞান শিক্ষাকে **ফরয** ঘোষণা করেছেন। আর সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ করার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের উপর, যাঁদেরকে আল্লাহ তওফীক দান করেছেন।

আসুন! আমরা যে যেভাবেই পারি, নারী শিক্ষার দায়িত্ব পালন করি, নারীর প্রতিপালনের ভূমিকা পালন করি, যাঁরা এ কাজে নেমেছেন তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অসৎকাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না।" *(সূরা মায়িদা ৫/২)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين